সময়ের সুবাস নিয়ে মেয়েরা
আর পৃথিবীর সব বালকেরা
গভীরতম আনন্দসায়রে সন্তরণরত

*　　　*　　　*

আমাদের ভালোবাসা যদি পালিয়ে যেতে চায়
তাকে ধরে রাখতে আমরা যা পারি করবো
প্রেম ছাড়া কী হয়ে যাবে আমাদের জীবন....

জন্মশতবর্ষের জাক প্রেভের মাহমুদ শাহ কোরেশী

জন্মশতবর্ষের
জাক প্রেভের

মাহমুদ শাহ কোরেশী

জাক প্রেভের পৃথিবীতে এসেছিলেন ১৯০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারিতে। প্যারিসের বিখ্যাত সড়ক শঁজেলিজের কাছেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রিয় শহর প্যারিস তাঁর সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এবং তিনিও ছিলেন আদ্যন্ত প্যারিসীয়। যে ৭৮টি বছর তিনি এই পৃথিবীতে কাটিয়ে গেছেন, বহুবিধ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে তা ছিল সমৃদ্ধ। দু-দুটো মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা দেখেছিলেন তিনি চোখ মেলে। যুদ্ধ কিভাবে জীবনের স্নিগ্ধ প্রত্যাশাগুলোকে ঝলসে দেয় এবং ধ্বংস ও মৃত্যুতে ভরিয়ে দেয় গোটা বিশ্বকে, তা তিনি ধারণ করেছিলেন আপন অভিজ্ঞতায়। সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অসামান্য বাণীরূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাই তো বিংশ শতাব্দীর একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। অন্য শতাব্দীর মতো এই শতাব্দীর মানুষও প্রেমকে লালন করেছে তাদের হৃদয়ের গভীরে—যুদ্ধের পোড়ো প্রান্তরে দাঁড়িয়েও। সেই অবিনাশী প্রেমের অনুভব প্রেভের-এর কবিসত্তায় যে মিষ্টি সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে গেছে, মনোরম এবং যথাযথ শব্দবিন্যাসে তিনি ধ্বনিময় করে তুলেছেন তাকেও। প্রেমকে প্রেভের দেখেছেন পৃথিবীর একমাত্র পরমাশ্চর্য হিসেবে, এবং দয়িতার আলিঙ্গন-মুহূর্তটির বর্ণনা দেবার জন্য হাজার হাজার বছরের সময়সীমাকেও অপ্রতুল মনে করেছেন। প্রেম সম্পর্কিত বোধের এমন একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রেমের কবি হিসেবে প্রেভেরকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে।

যুদ্ধ ও প্রেমের পাশাপাশি সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে পর্যাপ্ত কবিতা লিখেছেন প্রেভের। শৈশবের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা এবং ভাষা ও শিল্পের অনুভবকেও কবিতার আঙিনা থেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেননি। শুভ্র সুন্দর ও কল্যাণের জয়ধ্বনিকে তিনি কবিতার মর্মমূলে স্থাপন করেছেন। কিন্তু যাকে তিনি মনে করেছেন অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ কিংবা অকাম্য, কখনও সরাসরি আবার কখনও তির্যকভাবে তাকে তিনি বাণবিদ্ধ করেছেন। আবার কোথাওবা হয়ে উঠেছেন পরিহাস-উচ্ছল। প্যারিসের 'ভদ্দরলোক', কিংবা লুই রাজবংশ অথবা সম্রাট নাপোলেওঁ কেউই তাঁর পরিহাসরসিকতার পরিধির বাইরে থাকতে পারেননি। স্যুররেয়ালিসমের সঙ্গে তিনি গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন কবিতাচর্চার শুরুতেই। কিন্তু সেখানে স্থিত থাকেননি, স্রষ্টা হয়েছেন এক নিজস্ব ধরনের বাস্তবতা নির্মাণে— এবং সাফল্যও অর্জন করেছেন তাতে। শব্দ ও বাক্যের নানান আন্তঃসূত্রের মধ্য দিয়ে সন্ধান করেছেন নতুন পথ। বিশ শতকের চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতাসমূহের শিল্পিত ও হৃদয়গ্রাহ্য রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। আপন কালে ফরাশি দেশে তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। জন্মশতবর্ষের লগ্নকালে গ্রন্থাবদ্ধ হয়ে তিনি এলেন বাংলাদেশে— বাংলা ভাষায়।

জন্মশতবর্ষের জাক প্রেভের

জন্মশতবর্ষের জাক প্রেভের

মাহমুদ শাহ কোরেশী

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা

জাক্ব প্রেভেরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ফরাশি
দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকার
যৌথ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রক : মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা
মূল্য : একশত টাকা মাত্র
বিদেশে তিন ডলার/বিশ ফরাশি ফ্রঁ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

Publie conjointement par le Service Culturel de l'Ambassade de France
a Dhaka et l'Alliance Francaise de Dhaka, Bangladesh pour
celebrer le centenaire de naissance de Jacques Prevert

Jacques Prevert aurait un siecle !
Jonmoshotoborsher Jacques Prevert :
par Mahmud Shah Qureshi

Premiere edition : Septembre, 1999
Couverture : Qayyum Chowdhury
Imprimeur : Muhammad Habibullah,
Directeur adjoint charge de
l'Imprimerie de l'Academie Bengali
Prix : Taka 100.00 US $ 3 Fr. Fr. 20.00
Copyright : Reserved by the Author

উৎসর্গ

নূরউল আলম
একদা যাঁর অতুলনীয় বন্ধুত্ব
উৎসাহ ও পরামর্শ
আমাকে অনুবাদশিল্প তথা সাহিত্যকর্মে
করে উদ্বুদ্ধ

ম.শ.ক

ঢাকা
৯.৯. ১৯৯৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জন্মশতবর্ষের জাক প্রেভের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের একটি আশাপূরণ হলো। অবশ্য আশানুরূপ শ'খানেক মূল ফরাশি লেখাসহ গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছা আপাতত স্থগিত থাকলো। তার জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থব্যয়ের। তবে এই গ্রন্থটি যে হঠাৎ করে বের করতে পারা গেল তা একান্তভাবে ফরাশি দূতাবাসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-র পরিচালক মাদাম ফ্রঁস লানিয়ে-র (Madame France Lasnier) ঐকান্তিক উৎসাহ ও সহযোগিতার ফলে। তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তদুপরি বর্তমান ফরাশি শিরোনাম এবং সঙ্গে হাতি ও পাখির কয়েকটি রিকশা আর্ট সংযোজনের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। তাঁর ধারণা, রিকশা পেইন্টারদের নাঈভ জগতের সঙ্গে প্রেভের-পৃথিবীর স্বচ্ছ ও আন্তরিকতাসমৃদ্ধ মৌলিকতার একটা সম্পর্ক যেন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে না।

বর্তমানে বিশিষ্ট গবেষক এবং এককালে আমার ছাত্র ড. সরদার আবদুস সাত্তার নানা বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছেও ঋণ রইলো অপরিশোধ্য। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী আমার জন্য আবার তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্বল্প সময়ে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। আমার *'অঁদ্রে মালরো শতাব্দীর কিংবদন্তী'* গ্রন্থের মলাটও তাঁর হাতে তৈরি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। প্রকল্পটির গোড়ার দিকে গ্রন্থবিশেষজ্ঞ জনাব ফজলে রাব্বি আমাকে সহায়তা দান করেছিলেন। শুধু ধন্যবাদের আশায় নয়, আমার প্রতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ তেমনি আমার অনেক কাজে বিদ্যমান তাঁর সুষ্ঠু পরামর্শ। তাঁকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সুখকামনা।

ম. শ. ক.

সূচি

ভূমিকা : প্রাথমিক বিবেচনা	[এগারো]
শৈশব	১
পরিবেশ ও পরিস্থিতি	১৩
প্রেম	২৭
যুদ্ধ	৪১
শিল্প ও ভাষা	৫৫
কথা ও কাহিনী	৬৫

ভূমিকা : প্রাথমিক বিবেচনা

ইতোমধ্যে একশো বছর!

ফরাশি কবিতার বর্ণিল ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা জাক প্রেভের। দেখতে দেখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী এসে গেল। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! চির-শিশু, চির-কিশোর কিংবা সিগারেট মুখে গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কখন জন্মেছিলেন, কখন ঘটে গেল তাঁর মৃত্যু, আর এর মধ্যে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো একশো বছর! বস্তুত, ২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্যে প্যারিসে তথা ফ্রান্সে হবে জন্মশতবার্ষিকীর হৈ-হুল্লোড়। যদিও থোরাই পরোয়া করেন কবি এসবের—জীবিতকালে যেমন নয়, মৃত্যুর পর তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমাদের তো একটু দায়িত্ব আছে। কবিতাপ্রেমী বাংলাদেশে কেন আমরা মনে করবো না কবিকে? না-হয় একটু আগে-ভাগেই স্মরণ করি তাঁকে।

বাঙালি কবি ও ফরাশিবিদ অরুণ মিত্র অনেক আগেই স্মরণ করেছিলেন এই কবিকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত তাঁর দু-একটি প্রবন্ধে প্রেভের প্রসঙ্গ এসেছে।[১] আবার ষাটের দশকের প্রথম দিকেই প্রেভের নজরে আসেন বর্তমান লেখকের। প্যারিসে এক বন্ধুর বাসায় 'বার্বারা' কবিতাটি পড়বার স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বল করছে। সদ্য ফরাশিবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করে যুবক লেখক তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যেন। কবিতাটি আমাকে এমনভাবে আকর্ষণ করে যে মনে হয়, এরকম কবিতা আমি যেন আর কখনো পড়িনি! সেদিনের সেই শিহরণ, আনন্দ ও বেদনাবোধ আমার চৈতন্য থেকে এখনো অবলুপ্ত হয়নি। এসময় থেকে বিগত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সময় পরিধিতে তাঁর আরও বহু কবিতা পড়ি। প্রেভের আমার বহু রকমের সুপ্ত বোধকে যেন জাগিয়ে তোলেন। দেশী বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করি। ১৯৫৯-'৬৮ সালে ফ্রান্স অবস্থানকালে লক্ষ্য করি ফরাশি যুবসমাজে তাঁর প্রভাব। কখনো কখনো মনে হয়েছে তিনি যেন তাঁদের একচ্ছত্র সম্রাট। অথচ তিনি স্বয়ং ভয়ানকভাবে নির্লিপ্ত, অনেকটা যেন তাঁর কবিতা 'মে মাসের গান'-এর রাজার মতো—যিনি মারা যাবেন বিরক্তিতে। স্যাঁ জের্ম্যা-দে-প্রের কাফে ও কাবারে তো তখনো জুলিয়েৎ গ্রেকো গেয়ে চলেছেন প্রেভের-এর যুগপৎ সেন্টিমেন্টাল ও এন্টিসেন্টিমেন্টাল গানগুলো।

ইতোমধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সময়। প্রেভের-এর কবিতার দু'চারটি অনুবাদ হয়তো পড়েছি। আমার পরলোকগত শিল্পী বন্ধু রশীদ চৌধুরীও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন প্রেভের অনুবাদে। তাঁর কাছ থেকে পড়তে নেওয়া প্রেভের-এর *ইস্তোয়ার* বইটি এখনো রয়েছে আমার শেল্‌ফে। অবশ্য এর আগেই সেই '৬৩/'৬৪ সালে ফরাশি লেখক, ইকবাল-নজরুলের অনুবাদক, মাদ্‌মোয়াজেল ল্যুস ক্লোদ্ মেৎর্ আমাকে জাক প্রেভের রচিত *ল'পেরা দ্‌লা ল্যুন* শীর্ষক শিশুতোষ বইটি পড়তে দেন। অপরূপ গ্রন্থ! তরতাজা ভাষার কারিগরি ছাড়াও রয়েছে

জাক্‌লীন দুয়েমের বহুরঙা ছবি। বইটি সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত, প্যারিসে পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন। মেৎর ফেরৎ নেননি তাই। অনেক পরে বইটির একটি অনুবাদ বার করা হলো ঢাকা থেকে।[২] বইটি নিশ্চয়ই পছন্দ করেছিলেন কেউ কেউ, যদিও নজরে আসেনি কোনো আলোচনা-সমালোচনা। অল্পসময়ে নিঃশেষিত হলেও পুনর্মুদ্রণও হয়নি এযাবত। '৭২ সাল থেকে আমি নিজে মাঝেমধ্যে কিছু তর্জমা করে যাচ্ছি প্রেভের থেকে, কখনো কখনো এক-একটি কবিতা একাধিক বার। তবে এর মধ্যে এদেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, প্রেভের-এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত বর্তমানে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কবি শহীদ কাদরীর একটি ছোট প্রবন্ধ। ছোট্ট কিন্তু ভারি মর্মস্পর্শী লেখা! ১৯৭৭ সালে ১১ এপ্রিল মৃত্যু ঘটে জাক প্রেভের-এর। ক'দিন পরই শহীদ কাদরী তাঁর প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছেন এভাবে :

> স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত প্রেভের-এর একটি প্রখ্যাত কবিতা (La Crosse en l'air) পিকাসোর গুয়ের্নিকার (Guernica) সমতুল্য বলে অনেকেই মনে করেন। এই বাকবিতণ্ডা থেকে আমরা (যারা মূল ফরাশিতে কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না) এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, জাক প্রেভের একজন বিতর্কিত কবি। অর্থাৎ তাঁর জীবনাবসান ঘটলেও তাঁর কবিতা সংক্রান্ত তর্কের অবসান সহজে ঘটবে না।
>
> এও এক ধরনের বিজয়—মৃত্যুর ওপরে জীবনের।[৩]

কাদরীর শেষ কথায় পাই মাল্‌রোর প্রতিধ্বনি। বস্তুত, প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত মাল্‌রোর মৃত্যু প্রসঙ্গটিও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মাল্‌রোর এক বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, "আর্ট ইজ এ্যান্টি-ডেস্টিনি"। মানুষ মারা যাবে, বেঁচে থাকবে তার শিল্প। নিয়তির ওপরে এখানেই মানুষের বিজয়। যাহোক, আমরা ফিরে আসি প্রেভের প্রসঙ্গে।

ভীষণরকমের সিগারেটখোর 'খুবই নরোমশরম নিকোটিন ডাইনীর হাতে' প্রেভের-কে আত্মসমর্পণ করতে হলেও তাঁর বিদ্রোহী সত্তা, স্বর্গীয় বালকসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে বিশ্বব্যাপী। তাঁর যে জনপ্রিয়তাকে এক কালে সন্দেহের চোখে দেখা হতো কিংবা বিবেচিত হতো অবজ্ঞার সঙ্গে, তাকেই এখন ঘুরিয়ে তিনি যে দৈনন্দিনতার গান গেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন সে কথা জোর গলায় বলা হতে থাকলো ১৯৭৭ সাল থেকে, তাঁর মৃত্যু হবার পর। অবশ্য শহীদ কাদরী আমাদের আগেই জানিয়েছিলেন যে,

> চল্লিশের দশকের ফরাসী সমালোচকরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্রেভের হচ্ছেন The only authentic poet, who upto the present time, has known how to break through the limits of a more or less specialised public অর্থাৎ শিল্প সাহিত্যের ভোক্তা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, সেই "বিশেষ জনগোষ্ঠী" এবং তার সীমা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের হৃদয় তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। একজন আধুনিক কবির পক্ষে এটা কোনো কম কথা নয়।[৪]

কম কথা তো নয়ই, বরং অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রেভের-এর জীবৎকালে তাঁর কবিতার বইয়ের বিক্রি ছিলো অকল্পনীয়। তাঁর *Paroles* বইটি (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫) ১৯৫৭ সনে পকেট বুক সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৬৫-র মধ্যে বিক্রি হয়েছে ৪,৬৪,১৪৬ কপি, *Spectacle* (১৯৬০) ২,৪৬,৯০২, *La Pluie et le beau temps*

(১৯৬২) ১,৭১,১৬৭ কপি। একই সময়ে কিন্তু এল্যুয়ারের *নির্বাচিত কবিতা*-র (১৯৬২) বিক্রির সংখ্যা মাত্র ১,২০,০৭০ কপি।[৫] অথচ স্বীকার করতেই হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে এবং সমকালীন ফরাশি সমাজে পোল এল্যুয়ার অনেক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত। মৃত্যু পরবর্তীকালে প্যারিসে ও অন্যত্র প্রেভেরকে নিয়ে অসংখ্য প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হয়েছে, তাঁর নামে বহু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ঘটেছে যাতে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার বিষয়ে অনুমান করা যায় সহজে। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে তাঁর ওপর লেখা প্রবন্ধ ও সন্দর্ভসমূহের সংখ্যা। সেজন্য আমাদের ধারণা, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বে বহু উদ্দীপনাময় উৎসবমুখর অনুষ্ঠানাদি হবে, হবে এন্তার ছোট বড় প্রকাশনা। এবং এই সুযোগে আমরাও শরীক হলাম তাতে।

শৈশব ও যৌবন

জাক প্রেভের জন্মেছিলেন শতাব্দীর গোড়ায়, ১৯০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, প্যারিসের প্রখ্যাত সড়ক শঁজেলিজে থেকে সামান্য দূরে নঅঈ-স্যুর সেনে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর মা ছিলেন নরোম মেজাজের কিন্তু উষ্ণ হৃদয়ের মহিলা। বাবাও হাসিখুশি মানুষটি তবে প্রায় ঋণগ্রস্ত এবং সেজন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন পিতামহের ওপর। পিতামহটি আবার কঠোর প্রকৃতির এবং গোঁড়া ক্যাথলিক। তবে পুত্রের জন্য তিনি দরিদ্রদের সাহায্য দেবার কেন্দ্রীয় অফিসে একটি চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ থাকলে জাক প্রেভেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাবা সাহায্যের উপযুক্ত গরীবদের এলাকা পরিদর্শনে যেতেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে বহু কবিতা ও চলচ্চিত্র কাহিনীতে তার ব্যবহার করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স কম। তাই যুদ্ধে যেতে হয়নি। দোকানের সহকারী থেকে শুরু করে নানা ছোটখাট কাজে লিপ্ত থাকেন তিনি। ১৯২০ সালে যান মিলিটারী সার্ভিসে। ইভ তঁগি (পরবর্তীকালের এক স্যুররেয়ালিস্ত শিল্পী) এবং মার্সেল দ্যুয়ামেল (যিনি পরে ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন)-এর সঙ্গে এসময় পরিচয় হয়। পরে তিন বন্ধু শিল্পী-সাহিত্যিকদের। বিচরণভূমিরূপে বিখ্যাত মোঁপারনাস এলাকায় বাসা ভাড়া করে একসঙ্গে বসবাস করতে থাকেন।

১৯২৪ থেকে বছর চারেক চলে এই এডভেঞ্চার। স্বাধীন জীবনযাপনের এ পর্যায়ে তিনজনই যোগাড় করেন তিন বান্ধবী যাঁদের তাঁরা বিয়ে করেন পরে। জাক যাকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর নাম সিমন দিয়েন, বাল্যবান্ধবী। পরে, তিরিশের দশকে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে দুজনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জানিনকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা মিশেল, জন্ম ১৯৪৬ সালে। প্রেভের তখনও কিছু লিখছেন না। গল্পগুজবে তাঁর সময় কাটে, চলচ্চিত্রে ছোটখাট ভূমিকায় নামেন। এই সময়টাকে প্যারিসের ইতিহাসে *লা বেল এপক*— আনন্দময় এডভেঞ্চারের কালরূপে চিহ্নিত করা হয়। *কিউবিজম, দাদাবাদ* পার হয়ে *স্যুররেয়ালিস্ত* পর্বের তখন শুরু।

কর্মজীবন

১৯২৭–২৮ এর দিকে নির্মিত 'প্যারিস স্মৃতি' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারী ছবিতে জাক প্রেভের চিত্রকাহিনী রচনার কাজে যোগ দেন। এসময় প্যারিস থেকে প্রকাশিত মার্কিন দ্বিভাষী পত্রিকা 'ট্র্যানজিশান'-এ তাঁর একটি লেখা বের হয়। ১৯৩০ সালে স্যুররেয়ালিসম্ এর প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রতোঁ এবং ফরাশি বুর্জোয়া সমাজের দুর্নীতি ও কপটতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু শ্লেষাত্মক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন জাক প্রেভের। ৩২–৩৬ সালে তিনি ফরাশি শ্রমিক থিয়েটার ফেডারেশানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নাট্যান্দোলনের প্রধান লেখকে পরিণত হন। 'অক্টোবর গ্রুপ' নামে খ্যাত এই দলটি রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত এবং বামপন্থী চিন্তাধারায় স্নাত। প্রেভের অবশ্য নিজেকে ও দলকে কম্যুনিস্ট পার্টির লেজুড় হতে দিলেন না। সারাটি জীবন তিনি এক অদম্য স্বাধীনতার বাণী প্রকাশে ও মুক্তভাবে বিচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তখনকার দিনে এবং পরবর্তীকালেও একটা সাধারণ ধারণা হচ্ছে তিনি এনার্কিস্ট ও ননকন্‌ফরমিস্ট ছিলেন। তাঁর বিবিধ রচনায় এ ধরনের ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। ১৯৩৩ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি বড় নাট্যোৎসবে প্রেভের রচিত ব্যঙ্গ নাটিকা উপযুক্তভাবে সমাদৃত হয়। পরবর্তী বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে যান।

এরপর থেকে প্রেভের কবিতা ও গান রচনায় বেশি মনোনিবেশ করেন। প্রতিভাবান সুরকার জোসেফ কস্‌মার সঙ্গে শুরু হয় তাঁর নতুন ধরনের গান পরিবেশনার কাজের সহযোগিতা, যা চলে আজীবন। বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবের দ্যোতনায় প্রেভের প্রথম থেকে অনবদ্য রচনারাজি উপহার দিতে লাগলেন। নাট্যরচনায় ইস্তফা দিয়ে তিনি চিত্রনাট্য রচনায় মন দিলেন। প্রেভের-এর সৌভাগ্য তিনি সেরা ফরাশি প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মার্সেল কার্নের সঙ্গে সৃষ্ট *লে ভিজিত্যর দ্যু সোয়ার, দ্রোল দ্য দ্রাম, লে পত দ্য লা নুই* এবং *লে জঁফঁ দ্যু পারাদি* সর্বকালের সেরা ফরাশি ছবিগুলোর অন্যতম। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কিছু ব্যালে এবং ছায়া নাটকের দিকে আকৃষ্ট হলেন। তাঁর কন্যার জন্মের পর তিনি শুরু করলেন শিশুদের জন্য গ্রন্থ রচনা। *লপেরা দ্‌লা ল্যুন*, বাংলায় *চাঁদের অপেরার* কথা আগে বলেছি। ছটি অপরূপ শিশুতোষ গ্রন্থ তাঁর রয়েছে। তাঁর সংকলিত ছোটগল্প 'লাল গোলাপ', 'চার ঋতুর ফোয়ারা' প্রভৃতি প্যারিসের নামী দামী কাবারে-থিয়েটার সমূহে অভিনীত হতে থাকল। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী গায়িকা জুলিয়েৎ গ্রেকো, অভিনেতা-গায়ক ইভ মোতঁ, শার্ল ত্রেনে, ফ্রের জাক-গ্রুপ প্রমুখ প্রেভের-এর বিভিন্ন মেজাজের ও আঙ্গিকের গান পরিবেশন করে তাঁর খ্যাতির দিগন্ত আরো বাড়িয়ে দিতে থাকেন। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশনের জন্য বিবিধ রচনা ছাড়াও ফটোগ্রাফি, কলাজ ও অন্যান্য ফর্মের শিল্পকর্মেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন জাক।[৬] প্রথম দিকে তাঁর সম্পর্কে অনাগ্রহ ও সমালোচনা, পরবর্তীকালে কিছু প্রতিহিংসা থাকলেও মৃত্যুর আগের দশ বছরে তিনি প্রবলভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ফরাশি চলচ্চিত্র জগতের তিনটি বড় পুরস্কারও তিনি লাভ করেন।

কবিসত্তা ও কাব্যকৃতি

প্রেভেরে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্যারিসীয় সত্তা। বলা যেতে পারে যে, জাক ছিলেন অস্থিমজ্জায় প্যারিসীয় যাকে ফরাশিরা অভিহিত করে থাকেন 'পারিজিয়া' বা

'প্যারিগো'। *স্যুররেয়ালিসম* দিয়ে শুরু করে তাঁর আয়ত্বে এলো এক বিশেষ ধরনের বাস্তবতা-বোধের ব্যবহার যা তাঁর নিজস্ব। কিন্তু এখানেও তাঁর সবচে বড় কাজ ভাষার ভাঙচুর কিংবা অব্যবহৃত, এমনকি ব্যবহার-অযোগ্য শব্দের এক আশ্চর্য প্রমিতকরণ ও প্রাণীতকরণ। সরলের মধ্যে যে গরল লুক্কায়িত, আবার অশুভের ভেতরও যে শুভর ইঙ্গিত দেদীপ্যমান তার প্রদর্শন তিনি করেছেন সুকৌশলে, সর্বকালের বুর্জোয়া বচন ও মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। আধুনিক কালের, বিশেষ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাধারণ মানুষের ভঙ্গুর জীবনের তুচ্ছ অভিজ্ঞতা ও প্রাত্যহিকতার 'আশ্চর্য প্রকাশ আছে প্রেভেরে :

মা বোনেন উল
ছেলে যায় যুদ্ধে
মার কাছে সেটা খুব স্বাভাবিক
আর বাবা কী করেন, বাবা
তিনি আছেন ব্যবসায়
...
যখন যে শেষ করবে যুদ্ধ
তখন সে ব্যবসা করবে বাবার সঙ্গে
...
পুত্রধন নিহত তারটা আর চলছে না
বাবা মা যান কবরস্থানে
বাবা মার জন্য সেটা স্বাভাবিক
ব্যবসা যুদ্ধ উলবোনা যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা ও ব্যবসা
কবরস্থানের সঙ্গে জীবন।

('পরিবার পরিচিতি'/ *পরিবেশ ও পরিস্থিতি*)

এই প্রাত্যাহিকতা উত্তরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। '**পরিবেশ ও পরিস্থিতি**' পর্যায়ের প্রথম কবিতা 'সকালের নাশতা' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। বহু আগে 'ব্রেকফাস্ট' নামে দিলীপ মালাকার অনূদিত কবিতাটি পাঠ করে একজন বর্ষীয়ান কবি, যিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং একখানি কবিতাপত্রের সম্পাদক, একসময়ে (১৯৭১) মন্তব্য করেন "জানি না, আধুনিকতা সারা পৃথিবী জুড়েই কোন পথে চলেছে। কবিতায় যে ব্যাঞ্জনা, যে ইঙ্গিতময়তা, তা যেন চলে যাচ্ছে, 'চামচে দিয়ে কফিটা নাড়লাম, চুমুক দিয়ে খেলাম', এই যেন আজকের কবিতা। তাঁর জিজ্ঞাসা, "এটা কি কবিতা হলো?" কিন্তু "আধুনিক বাংলা কবিতা ও দ্বন্দ্ববাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় সমস্যাটি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, "ঐটি কবিতা হয়ে উঠেছে। হয়ত মনে হবে, সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলের এটা রিপোর্টাজ। অবশ্য রিপোর্টাজের ধর্ম এতে রয়েছে। কিন্তু তবু এটি কবিতা হয়ে উঠেছে। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেঁয়েমী, তার সুর এই কবিতার মন্থরতার ব্যঞ্জনায়। 'আমার দিকে সে তাকাল না, একটি বারও আমার সঙ্গে কথা বলল না, আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম'— এরই মাঝখানে যে প্রাত্যহিক জীবনের ট্রাজেডি, সেটুকু প্রকাশ করতে পেরেছে বলেই এটি কবিতা হয়ে উঠেছে।"[৭]

বস্তুত, প্রাত্যহিক জীবন কিংবা চলমান কালপ্রবাহকে প্রেভের রচনায় ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন নানাবিধ পদ্ধতিতে। কবিতা, গদ্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকর্ম—বহুমাধ্যমে নিরন্তর সাধনায় রত ছিলেন তিনি। প্রথমে লক্ষ্য করি শিশুর অবস্থান, শিশুর চিন্তাবিকাশের ধারা, প্রাণী ও মানুষের (এক্ষেত্রে ছোট্ট এক মেয়ে, দ্র. 'বিড়াল ও পাখি' কবিতা) কিংবা বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা 'হতাশা বসে আছে বেঞ্চির ওপর'), প্রেমাসক্তের বিবিধ অভিব্যক্তি, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপীয় জীবনাভিজ্ঞতার রূপায়ণ। এবং শুধু রূপায়ণই নয়—সমস্ত কিছু যেন একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখা। তাঁর নীল চোখের প্রগাঢ় দৃষ্টিতে কখনো শিশুর সারল্য, কখনো যুবকের দুষ্টুমী, কখনো হাসি, কখনো রাগ বা ক্রোধ, কিংবা ব্যঙ্গ ! তবে তাঁর লক্ষ্য বিস্ময়ের আবাহন, লক্ষ্য মানুষের মঙ্গল, লক্ষ্য শিল্পবোধের উত্তরণ। পূর্বনির্ধারিত সত্য : যাজকতন্ত্র, রাজশক্তি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অত্যাচারী মহলের প্রতি কবির তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ, নানাভঙ্গীতে তার প্রকাশ, আবার একই সঙ্গে খুবই সাধারণ কিন্তু পবিত্র সেন্টিমেন্ট—প্রেম, অপাপবিদ্ধ শিশু, প্রাণী, ফুল প্রভৃতির পক্ষে শান্তমধুর বিষাদের গান।

প্রেমের অভিব্যক্তিতেও কবি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। দেহজ আবহ প্রকাশেও যেন কোনো বাড়াবাড়ি নেই। অথচ প্রেমিকের সকল আকুতি এবং আর্তি এতে স্পষ্ট। সমস্ত অস্থিরতার মধ্যেও প্যারিসীয় পদ্ধতিতে এক সুগভীর সুখানুভূতির অনুসন্ধান লক্ষ্যযোগ্য এবং অবশেষে তাঁর অভিপ্রায় বিঘোষিত :

আমাদের ভালোবাসা যদি পালিয়ে যেতে চায়
তাকে ধরে রাখতে আমরা যা পারি করবো
প্রেম ছাড়া কী হয়ে যাবে আমাদের জীবন
সংগীতবিহীন এক বিলম্বিত ছন্দের নৃত্য
(কিংবা এমন) এক শিশু যে কখনো হাসে না
অথবা এক উপন্যাস যা কেউ পড়ে না
প্রেমহীন সে জীবন শূন্য, বিরক্তির যন্ত্রকৌশল।
('সুপ্রভাতের মতো সহজ')

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে প্রেভের-এর অন্বিষ্ট সখ্য, বন্ধু : সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে নারী-পুরুষের, সত্যিকার একাত্মতা অথচ যাতে একে অন্যের স্বাধীনতার প্রতি থাকবে শ্রদ্ধাবান। একে অতিক্রম করতে গেলেই অসুবিধা। লক্ষ্য করা যেতে পারে 'তোমার জন্য প্রিয়তমা মোর' কবিতাটি। জোরজবরদস্তিতে কিছুই মেলে না, মিললেও টিকে থাকে না। কিন্তু প্রেমের অমরত্ব চিরনবায়নযোগ্য জীবনীশক্তি :

জীবন একটি চেরী ফল
মৃত্যু একটি বিচি বৈকি
প্রেম তো চেরী ফুলেরই গাছ।
('মে মাসের গান')

প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা প্রেভের-এর বেশিরভাগ কবিতায় রয়েছে একটা হারানোর বোধ যাকে অধুনা কম ব্যবহৃত একটি শব্দে প্রকাশ করা যায় : মমতা। ছোটদের জন্য লেখা,

চাঁদের অপেরা বইতে এই মমতা বিষয়ক বোধের প্রকাশ ঘটেছে আশ্চর্যরূপে। গল্পটি গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে। বুদ্ধিশুদ্ধি হবার আগেই সে হারিয়েছে তার বাবামাকে। আশেপাশের লোকজনের কাছে আদর মমতা সে বেশি পায়নি। অথচ তারা কেউ লোক খারাপ নয়। ছেলেটি তাই ডুবে থাকতে চায় এক স্বপ্নের জগতে। আবহাওয়ার কারণে আমাদের দেশে আমরা ঠাণ্ডা পছন্দ করি বেশি। ওদের দেশে দরকার গরম পানীয়, গরম ঘরের। অবশ্য সবদেশেই ছেলে বুড়ো সবাই আশা করে উষ্ণ আচরণ। একে অন্যের প্রতি যদি আমরা সহানুভূতিশীল হই তাহলে কত সুন্দর হয় পৃথিবীটা। জাক প্রেভের সে কথাই বলেছেন এক আশ্চর্য ভঙ্গীতে। বারবার বলেছেন, পুনরুক্তি দোষের পরোয়া না-করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি-অধ্যাপক অরুণ মিত্রের মন্তব্য,

'প্রকাশ-পদ্ধতিতে প্রেভের-এর মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। তিনি আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে চলে যান কখনো তাদের তরতর করে বয়ে যেতে দেন, কখনো ভেঙে ফেলেন, উল্টেপাল্টে দেন। এক অনুষঙ্গকে আর এক অনুষঙ্গে মিশিয়ে দেন। সুররিয়ালিস্ট 'স্বয়ংচল রচনা'র শিক্ষা তাঁর ভাষায় পরিস্ফুট'।[৮]

শিল্প ও শিল্পী

প্রেভের-ব্যক্তিত্বের একটা বড় দিক তাঁর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সেরা শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পারস্পরিকভাবে শিল্পসৃষ্টিতে, সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অঁদ্রে ব্রতোঁ, পোল এল্যুয়ার প্রমুখ স্যুররেয়ালিসম প্রবক্তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ব্রতোঁর সঙ্গে বিসম্বাদ ঘটে কিন্তু এল্যুয়ার বিপরীত রাজনীতিতে আবদ্ধ থাকলেও দুজনে দুজনকে কবিতা উৎসর্গ করেছেন। পিকাসো ও মিরোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো অবিচ্ছেদ্য। দুজনের শিল্পসৌকর্য নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন প্রেভের। কালদার ও মাক্স এরনস্ত প্রমুখ আরো অনেকের প্রসঙ্গে লিখেছেন। এসব লেখায় কবিতা ও শিল্পের অন্তর্গত সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত ঘটিয়েছেন। ভান গগ, ব্রাক, শাগাল প্রমুখের উপর রয়েছে অনবদ্য রচনারাজি। বহু আলোকসঞ্চারী মন্তব্য শিল্পের অন্যান্য শাখার প্রতিভাবানদের নিয়ে লেখা রচনায় রয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে এ শতাব্দীতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা হয় তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে অথবা তিনি তাতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাছাড়া এসময়ে যন্ত্রজগতে ঘটে বহু বিপ্লব। যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে আমূল পরিবর্তিত। সিনেমা জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা তাঁকে তাঁর নিজস্ব নিয়মনীতি আবিষ্কারের সুযোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর ভাই পিয়েরও ছিলেন সফল চিত্রপরিচালক এবং তাঁরা একসঙ্গে বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে শুধু নয়, সমগ্র চিন্তা ভাবনায় প্রেভের চলচ্চিত্রের টেকনিক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বস্তুত তিনি হলেন অডিও-ভিশুয়েল যুগের প্রথম কবি। একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত মৌখিক ধারায় স্নাত ছিলো তাঁর মন-মানসিকতা কিছু কবিতা ছাড়াও সঙ্গীতে তিনি এভাবে সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জনপ্রিয়তা কি দোষের?

প্রেভের প্যারিসের কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি যদিও বহু কবিসাহিত্যিক তাঁর বন্ধু ছিলো। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল না, তাঁদের নাক উঁচু ভাব, অন্যান্য বিষয়ে উন্নাসিকতা, অসাধুতা তাঁকে প্রতিবাদমুখর করে রাখতো। সুযোগ পেলে তিনি তীব্র ভাষায় এঁদের কষাঘাত করতেন।

বহু কবিতায় তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। বিশেষ করে, শ্লেষ প্রকাশে তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। কবিতার বই প্রকাশেও তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল না। এক বন্ধু তা করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বই প্রকাশ করেছেন আরেক বন্ধুর সঙ্গে আধা-আধি ভাগাভাগি করে। তাঁর কবিতার আবৃত্তি, রচিত গানের আসর প্রথম দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রেভের প্রতিভার ধর্মই ছিল অন্যরকম অর্থাৎ তিনি ছিলেন একান্তভাবে প্যারিসের আড্ডাবাজ দশ-পাঁচজনের একজন, অন্তত হাবেভাবে তাই। কিন্তু অল্প সময়েই তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্য তাঁকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দেয়। প্যারিসের কিংবা বহির্বিশ্বের কাব্য সমালোচকবৃন্দ পড়ে যান দ্বিধাদ্বন্দ্বে। তাঁকে উঁচু আসনে বসান যায় কিনা তাই তাঁদের সমস্যা। শেষ অবধি স্বীকার করতেই হয়েছে যে প্রেভের এক অতুলনীয় প্রতিভা এবং তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে এক দ্বৈততা যা 'বুদ্ধু' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশিত :

সে মাথা দুলিয়ে বলে—না
কিন্তু তার অন্তরের উচ্চারণ হলো—হ্যাঁ
যা কিছু ভালোবাসে তারই প্রতি রয়েছে তার হ্যাঁ
শিক্ষককে বলে সে—না।

কিন্তু এই দ্বৈততার মধ্যেও আমরা পাই তাঁর চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত সংহতি। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর নঞর্থক অভিপ্রায় প্রকাশ পেলেও হৃদয়বৃত্তিতে তিনি সর্বমুহূর্তে সদর্থক।

অনুবাদ প্রসঙ্গ

প্রেভের-অনুবাদ প্রসঙ্গে ভাষান্তরের কাজটির ধারা সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। অনুবাদ যতখানি আয়াসসাধ্য পরিশ্রম ততখানি শিল্পসৃষ্টির আনন্দিত শিহরণও বটে। আড়াইশো বছরের বেশি সময়ের সম্পর্কের পরও ইংরেজি-বাংলায় অনুবাদ, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। ফরাশি-বাংলার তর্জমা-ক্ষেত্রে শুভ সূত্রপাত উনিশ শতকে ঘটে থাকলেও তেমন একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বলা যাবে না। পূর্ণাঙ্গ একটা অভিধানও এ পর্যন্ত সংকলিত হয়নি। ফরাশি অনেক বিশিষ্টার্থক শব্দ বা বাক্য রয়েছে যা বাংলায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। এটা হয়তো প্রতিটি ভাষান্তরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। যাহোক, আসল কথা হচ্ছে কবিতার অনুবাদ, এমনকি কবিদের লেখা ভাবমূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদও খুবই দুরূহ কাজ।

আপাতসহজ ও ক্ষুদ্রাকৃতি প্রেভের-কবিতাগুচ্ছের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দীর্ঘ কবিতাও অনেক আছে। তবে উপরোক্ত দুটি জীবনে তাঁর কবিতার অনুবাদে প্রলুব্ধ হওয়া

অনেকের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু এদের ভাষান্তর সত্যি শক্ত ব্যাপার। এর প্রধান কারণ, প্রেভের একই শব্দকে একাধিক অর্থে একই কবিতায় বহুবার ব্যবহার করেছেন। চলতি কথা, পরিচিত ভঙ্গীর অনুরণন ঘুরে ফিরে এসেছে নতুন আবহ সৃষ্টির কাজে। তবে সাধারণভাবে অনুবাদকর্মীর কাছে হয়তো মনে হয়েছে যে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ বলে ধরে নিতে হবে।

বাংলায় প্রেভের-কবিতার খুব কম অনুবাদ হয়নি। আমি নিজে অবশ্য এর ক্ষুদ্রাংশই দেখেছি। শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও কলকাতার সাংবাদিক ড: দিলীপ মালাকার-এর তর্জমার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উদ্যোগী অনুবাদক হলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর *বিশশতকের ফরাসী কবিতা* গ্রন্থে জাক প্রেভের-এর পরিচিতি সমেত এগারোটি কবিতা উপস্থাপন করেছেন বাংলায়। তাছাড়া একটা ভালো কাজ করেছেন। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তিনি প্রেভের-এর মৃত্যুর পর *জ্যাক প্রেভেরের কবিতা* শিরনামে একটি দ্বিভাষিক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যাতে পুষ্করের অনুবাদ ছাড়াও অরুণ মিত্র, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, এবং গোলক গুঁইয়ের চৌদ্দটি অনুবাদ রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটির অনুবাদ আমাদের বর্তমান সংকলনেও রয়েছে। উৎসাহী পাঠক এগুলো মিলিয়ে পড়তে পারেন। এমনকি, আমার যেসব পূর্বকৃত অনুবাদ আহসান হাবীব সম্পাদিত দৈনিক বাংলার সাহিত্যের পাতা, সদ্যপ্রয়াত কবি আতাউর রহমান ও এ্যানার উত্তর *নক্ষত্র*, মীজানুর রহমানের পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের বার্ষিকী এবং কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাপক পরিবর্তিত রূপ এক্ষণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এতে অন্যের চেয়ে আমি নিজেই বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করেছি। দীর্ঘকাল পরে হাত দিয়ে দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে খোলনলচে বদলে যাচ্ছে। কয়েকটি কবিতা তিন-চার বারেরও বেশি করেছি। শেষ পর্যন্ত কোনটা কী রকম হলো সেটা বলার দায়িত্ব আমার নয়। আপাতত একটিই বিনীত বক্তব্য : যাবতীয় শিথিলতার স্পর্শ এবং যোগবিয়োগের প্রলোভন এড়িয়ে প্রেভেরকে বাংলায় অধিকতর বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলাই হোক সবার উদ্দেশ্য।

উপসংহার

একজন কবিকে কখনো একটি প্রবন্ধে বা একটি বইতে কি পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়? না, যায় না। কবিতা কী? কী ধরনের কবিতা তিনি লিখতেন তাও হয়তো জানা যাবে না। তবে ফরাশি সমালোচনার ধারায় উল্লেখ আছে যে একমাত্র কবিদেরই অধিকার আছে "সব কিছু বলতে পারার"।[৯] কেননা একমাত্র কবিতায় মিলতে পারে সবকিছুর উত্তর অবশ্য কেউ যদি শুধু কবিতা শোনেন বা পড়েন। কবিতাই কেবল জানে কবিতা কী। জিজ্ঞেস করে নিলেই হলো। জাক প্রেভের-এর ক্ষেত্রে তাই সই। তাঁর কাছেই সবকিছু না হোক, আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর অনেক প্রশ্নের জবাব ছিলো নিহিত। আসুন, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি। দুটি শব্দের ফাঁকে ফাঁকে, দুটি পঙ্‌ক্তির মাঝখানে আরো কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখি। প্রেভের-বিশ্ব একবিংশ শতাব্দীর যাত্রাপথে কিছু পাথেয়স্বরূপ সঞ্চিত থাক, এই প্রত্যাশা।[১০]

তথ্যসংকেত :

১. অরুণ মিত্র, *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে* কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী ; ১৯৮৫

২. মাহমুদ শাহ কোরেশী অনূদিত *চাঁদের অপেরা* বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৩. শহীদ কাদরী, "উত্তর ভাষণ" *রবিবাসরীয় ইত্তেফাক,* ঢাকা, ১৮ বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃ. ৯

৪. ঐ

৫. Georges Jean, *La poesie ;* Paris, Editions du Seuil, 1966, pp. 11-12.

৬. Collage/কলাজ–কর্মের বিষয়টি আগে প্রায়ই অপরিজ্ঞাত ছিলো। ১৯৮২ সালের প্রথমদিকে প্যারিসে প্রেভের–এর কলাজসমূহের এক প্রদর্শনী হয়। কবিকৃত ১৬৬টি কলাজ এতে স্থান পায়। প্রেভের–পত্নী জানিন অতি যত্নে এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। বেশির ভাগই তিনি সরকারি সংগ্রহশালা কাবিনে দে তঁপ্–এ দান করেছেন। প্রদর্শিত কলাজ ফরমে প্রেভের–এর ওপর *ননকন্‌ফরমিস্ট* এবং *স্যুররেয়ালিস্ত* ভাবধারা যে কতো গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ বিদ্যমান। তথ্যসূত্র : *নুভেল দ্য ফ্রঁস,* প্যারিস, ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৮২

৭. শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত *একক,* কলকাতা, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক–পৌষ, ১৩৭৭, পৃ. ৫০–৫১

৮. অরুণ মিত্র, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৯

৯. Georges Jean, *op. cit.* p. 193

১০. বক্ষ্যমান আলোচনা ও সংগ্রহে প্রেভের প্রকাশিত বহু বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যে ছোট্ট বইটি সবচে বেশি কাজে এসেছে এবং তরুণ প্রেভের অনুরাগীরা যা সহজে যোগাড় করে নিতে পারেন, তা হলো : *Anthologie Prevert,* Mathuen's Twentieth Century Texts. Edited by Christiane Mortelier (Senior Lecturer in French, Victoria University of Wellington, New Zeland) ; London, 1981.

শৈশব

শিশুর কোনো চুক্তিপত্র নাই, সে তো তার
জন্মপত্রও স্বাক্ষর করেনি। আগে পরে সে
স্বাধীন তার বয়স অস্বীকার করতে, যা তাকে
অন্যরা দিয়েছে এবং যা সে নিজে পছন্দমতো
বসাতে পারে,
যদ্দিন খুশি রাখতেও পারে
বা পারে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করতে।

বেঁচে থাকার জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত সবারই আসলে
মাথাটা হয়ে থাকে ভারী।

প্যারিস, ১৯০৭ ভোজিরার সড়ক

আমাদের জানলাগুলো ছিলো আসমানমুখী। একটা ছিলো স্কুলের উঠানের দিকে। একটু তড়িঘড়ি ভর্তি করে দেয়া হয়েছিলো সেখানে। এলাকাটা আবিষ্কারের সময় পাওয়া গেল না।

স্কুল।

আমি নতুন। এই বাজারে ঢুকেছি বিলম্বে। অন্য সবারই প্রবেশ পয়লা অক্টোবর থেকে। ইতোমধ্যে এখন পয়লা ফেব্রুয়ারি। তিনদিনের মধ্যেই আমার জন্মদিন। বাবা বললেন, 'শুভ লক্ষণ, তুমি স্কুলে ঢুকছো আর একই সময় তোমার সাত বছর বয়সের শুরু। তারপর দেখবে, ভয় পাবার কিছুই নাই।'

না, ভীতিপ্রদ কিছুই নয় স্কুল, এটা অঁসেনিও নয়, মেত্রেও নয়, নতুন কিছুও নাই। সঙ্গী সাথীরা যা বলছিল তাই বরং : সারাটা দিন বসে থাক, নড়াচড়ার অধিকার নাই। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি, আর তারই ঘন্টাধ্বনি শোনা।

কিছু পরে, অঙ্কের ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করার সমস্যার মতোই আর কি :

'একটি ছাত্র ৮.৩০ মিনিটে ক্লাসে ঢুকলো, ১১.৩০ মিনিটে বেরিয়ে গেল। আবার ঢুকলো ১টায় এবং একেবারেই চলে গেল ৪টায়। তো কতো মিনিট তার বিরক্তিতে কেটেছে?'

অবশ্য এর থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে রাস্তার গান, বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টি কিংবা জানলার শব্দ, কাগজের তীর, দোয়াতের ভেতর কিছু ঢুকিয়ে দেয়া, এমনকি, প্রায়শ ওস্তাদের ভালো মেজাজ, তাতেও তো বেশ একটু ভালো সময় কেটে যায় দুহাত টেবিলে রেখে কিংবা দুই বাহু দুদিকে আবদ্ধ রেখে। তারপর আমি অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি ৪টা বাজার জন্য। আমার প্রতীক্ষা বাগানে যাবার। লুক্সেমবুর্গ বাগান।

প্যারিসে

প্যারিসে
গোটা পারীর এই ভদ্দরলোকরা সোনাদানার কথা বলে
এই ভদ্দরলোকরা কথা বলে অর্থবিত্তের
এই ভদ্দরলোকরা সংখ্যা নিয়ে কথা বলে
এই ভদ্দরলোকরা শিল্প সম্পর্কে কথা বলে
এই ভদ্দরলোকরা প্রতুলতার কথা বলে
এই ভদ্দরলোকরা দর্শন, গাড়ী ও রাজনীতির কথা বলে
এই ভদ্দরলোকরা কথা বলে চড়া গলায়
তারপর মেয়েদের সম্পর্কে কিছু অশ্লীল মন্তব্য করে
এই যে ভদ্দরলোকরা হাবেভাবে উঁচু, ছাদের চেয়ে নীচু
এই ভদ্দরলোকরা বলে সব যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা
তাঁদের বেগমেরা ধ্রুপদী সঙ্গীত, উত্তম রান্না,
উন্নত ডিজাইন, উঁচুদরের শিফন নিয়ে চালান আলাপচারিতা
প্যারিসের রাস্তায়
শিশু বড়সড় নিগ্রো ও ছোট পাতাপোঁ–র কথা বলে
শিশু সূর্যের কথা বলে
শিশু আশ্চর্য সব বস্তুর কথা বলে
শিশু নীরবতার কথা বলে
শিশু প্রচণ্ড শব্দের কথা বলে
শিশু দুঃখকষ্টের কথা বলে
শিশু ভয়ের কথা বলে
শিশু সৌন্দর্য অনিষ্ট ব্যথা দুষ্টুমির কথা বলে
শিশু ভালোবাসার কথা বলে
শিশু সুখের কথা বলে
শিশু ইচ্ছার কথা বলে
শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং নিদ্রার কথা বলে
শিশু পাগলামী এবং পারিবারিক বিষয়ের কথা বলে
শিশু শেষকৃত্য এবং কুম্ভীরাশ্রুর কথা বলে
শিশু বুদ্ধিমান কুকুর, শিক্ষিত তোতা পাখি, ভাঁজ করা পর্দার চীনাদের বিষয়েও বলে
শিশু গুজব হাসপাতাল কার্নিভাল বিশ্ববিবাদের কথাও বলে
শিশু বেদনার ও আরো আবোল তাবোল কথা বলে
শিশু ভয় পাবার মতো ও অস্বস্তিকর রহস্যজনক কথা বলে
শিশু তার শরীর নিয়ে নিষিদ্ধ অস্বাভাবিক কথা বলে
প্যারিসের রাস্তায়
শিশু মুখোশপরা ও নগ্ন কথা বলে

প্যারিসের রাস্তায়
শিশু ময়না পাখির কথা বলে
শিশু অসুস্থ ঘোড়ার লাদি আর সাইকেলের কথা বলে
শিশু শয়তানের মতো কথা বলে
শিশু বাজে কথা বলে
শিশু
স্বপ্নের কথা সত্য কথা ভালো কথা বলে
এবং খারাপ কথা বলে শক্ত কথা বলে আগুনের কথা বলে

প্যারিসের রাস্তায়
শিশু ছবির কথা যাদুর কথা বলে
এবং
তার কল্পিত ভাষার জন্মগত ছবির ভেতর
শিশু পৃথিবীকে আবিষ্কার করে
কিন্তু পৃথিবী তাতে গর্বিত নয়
তাই যখন বড়দের হাতে পড়ে
বড়রা তখন তাদের চুপ করিয়ে দেয়।

বিড়াল ও পাখি

একটি গ্রাম বিষাদভরে শোনে
আহত এক পাখির গান
সেটিই ছিলো গ্রামের একমাত্র পাখি
আর সে গ্রামেরই একমাত্র বিড়াল
যে পাখিটির অর্ধেক দেহ করেছে সাবাড়
এখন পাখির গান বন্ধ
বন্ধ বিড়ালের মিউ মিউ শব্দ
এবং মুখের ভেতরে-বাইরে চোষা
পাখির জন্য গ্রামের মানুষ
আয়োজন করে এক অপূর্ব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
বিড়ালও তাতে আমন্ত্রিত
হাঁটছে সে পালকখচিত শবাধারের পেছনে পেছনে
যাতে শায়িত রয়েছে মৃত পাখিটি
ছোট এক মেয়ে সেটি চলেছে বহন করে
কান্না তার থামছে না কিছুতে
যদি জানতাম এতে তুমি এতোই দুঃখ পাবে,
বিড়াল তাকে বলল,
পুরোটাই না হয় খেয়ে ফেলতাম
তারপর বানিয়ে বলতাম তোমাকে
যে পাখিটিকে আমি দেখেছি উড়ে যেতে
উড়ে চলে যেতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে
সেখানে যা বহু দূর দূরান্ত
যেখান থেকে ফিরে আসে না কেউ
কিছু হলেও কমতো তোমার দুঃখ
হতো সামান্য একটু ব্যথা বা আফসোস

কোনো কাজ কখনো অর্ধেক করতে নেই।

উৎসবের দিন

বৃষ্টির ভেতর
বাছা আমার, কই যাও ফুল নিয়ে
বৃষ্টি পড়ে ভিজে সারা
আজ হবে ব্যাঙের উৎসব
আর ব্যাঙ হলো
আমার বন্ধু

দেখুন দেখি
কেউ কি কখনো পশু-প্রাণীর উৎসব পালন করে?
বিশেষ করে ব্যাঙের মতো প্রজাতির
অবশ্য আমরা যদি খুব শৃংখলার ব্যবস্থা না-করি
এই শিশু হয়ে যাবে বেজন্মা
তখন সে আমাদের দেখাবে
সব রকম রঙের খেলা
রঙধনুও তা ভালো করে দেখায়
কেউ কিছু বলে না তাকে
এই শিশু তার যা-খুশি তাই করে
আর আমরা চাই যে আমরা যা চাই তাই করুক।
আহা, আমার বাবা!
আহা, মা আমার!
আহা, বড় চাচা সেবাস্তিয়ঁ
এতো আমার মাথা দিয়ে নয়—
আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আমি শুনি
আজ হলো উৎসবের দিন
কেন বুঝতে পারছো না?
আহ্হা, কাঁধে হাত দিয়েন না
হাত ধরে টানাটানি কইরেন না
ব্যাঙ আমাকে প্রায়ই হাসায়
প্রতি সন্ধ্যায় সে আমার জন্য গান গায়
কিন্তু এই যে সে বন্ধ করলো দরোজা।
আর নিঃশব্দে এগিয়ে এলো আমার কাছে
আমি তাদের চিৎকার করে বলি!
আজ হলো উৎসবের দিন
কিন্তু ওরা
আমাকে আঙুল দিয়ে দেখায়
কেবল ওদের মাথা।

বৃক্ষ

বৃক্ষ
লন্ডনের প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি
তোমাদের প্রযত্নে রাখা শেষ গয়ালগুলোর মতো
বহুদূরে লৌহ প্রাচীরের আড়ালে
সুপরিসর সংরক্ষিত পার্কসমূহে (তোমাদের অবস্থান)

বৃক্ষ
লন্ডনের প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি
তোমরা এখন নির্বাসনে
প্রতীক্ষা কেবল বজ্রপাতের কিংবা কারু সাথে কথা বলবার
অরণ্যের সাম্রাজ্য আজ আশঙ্কার শিকার

কিন্তু দৌড়ে আসে শিশুর দল
এসে পড়ে স্বচ্ছ আলোর মরূদ্যানে
দূরে তাদের পশ্চাতে রেখে
শহরের ধোঁয়া আর তার পাথর-মরু
বসন্তের বন্ধ (কিংবা)
গ্রীষ্মের সবুজ অবসর
লন্ডনের বৃক্ষরাজি (এবার) তোমরা হাসো
কেননা শিশুরা তোমাদের ভালোবাসে যেমন তোমরা তাদের বাসো
তারা কী ভাবছে তা বোঝার অপেক্ষা না-করে
লন্ডনের বৃক্ষরাজি (তোমরা সত্যি)
পানি ও পাহাড়ের পুরনো যাদুঘরের সেরা সৃষ্টি।

বুদ্ধু

সে মাথা দুলিয়ে বলে—না
কিন্তু তার অন্তরের উচ্চারণ হলো—হ্যাঁ
যা কিছু ভালোবাসে তারই প্রতি রয়েছে তার—হ্যাঁ
শিক্ষককে বলে সে—না
সে দাঁড়িয়ে থাকে
কেউ তাকে প্রশ্ন করে
সব সমস্যা যখন কেউ তুলে ধরে তার কাছে
সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হাসি তাকে পেয়ে বসে
সবকিছু সে মুছে ফেলে তখন
সংখ্যা ও শব্দ
তারিখ এবং নাম
বাক্য ও ফাঁদ
এবং শিক্ষকের বকুনি সত্ত্বেও,
প্রতিভাধর শিশুদের হৈ চৈ-র মধ্যেও
সব রকম রঙের চক দিয়ে
দুঃখ দুর্দশার ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর
সে এঁকে দেয় সুখের প্রতিচ্ছবি।

ফরাশি রচনা শিক্ষা

অল্প বয়সে নাপোলেঁও ছিলেন খুবই ক্ষীণদেহী
এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার
বেশ পরে তিনি হলেন সম্রাট
তখন তিনি অধিকার করলেন বহু দেশ
এবং অর্জন করলেন একটি ভুঁড়ি
এবং যেদিন তিনি মারা গেলেন তখনও
তাঁর ভুঁড়িটি ছিলো
কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন অনেক ছোট।

যত্তোসব চমৎকার পরিবার

প্রথম লুই
দ্বিতীয় লুই
তৃতীয় লুই
চতুর্থ লুই
পঞ্চম লুই
ষষ্ঠ লুই
সপ্তম লুই
অষ্টম লুই
নবম লুই
দশম লুই (য়্যুত্যাঁ বলা হতো যাকে)
একাদশ লুই
দ্বাদশ লুই
ত্রয়োদশ লুই
চতুর্দশ লুই
পঞ্চদশ লুই
ষোড়শ লুই
সপ্তদশ লুই
এবং পরে কেউ নেই, কিছুই নেই ...
এ আবার কেমন ধরনের লোকজনরে বাবা
বিংশতিতম হবার আগেই
সবংশে নিধন?

পরিবেশ ও পরিস্থিতি

সময়ের সুবাস নিয়ে মেয়েরা
পৃথিবীর সব বালকেরা
গভীরতম আনন্দসায়রে সন্তরণরত
* * *
রাস্তায় ধাবমান দারিদ্র্য
পানি ছুটছে সড়কের পাথরের ওপর
. . . সে পালাতে চায়
বলে যেতে চায় গ্রামে
তৃণভূমি আর বনাঞ্চলে
বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে চায়
নদী বন আর তৃণভূমি
শ্রমিকের সাদামাটা স্বপ্ন।

সকালের নাশতা

পেয়ালায়
সে রাখল কফি
কফির পেয়ালায়
সে নিল দুধ
দুধ-কফিতে
সে মেশাল চিনি
ছোট্ট চামচ দিয়ে
সে নাড়ল
দুধ-কফি সে খেল
আমাকে কিছু না-বলে
সে ধরাল
একটি সিগারেট
ধোঁয়া বের করে
একটি কুণ্ডলী পাকাল
ছাইদানীতে
সে ছাই ঝাড়ল
আমাকে কোনো কথাটি না-বলে
আমার দিকে একবারও না-তাকিয়ে
সে উঠে দাঁড়াল
টুপিটি মাথায় চাপিয়ে
বর্ষাতি দিল গায়ে
বৃষ্টি হচ্ছিল তো
অতঃপর সে চলে গেল
বৃষ্টির ভেতর
একটি কথাও না-বলে
আমার দিকে না-তাকিয়ে
আর আমি নিলাম
আমার মাথা দুই হাতের তালুতে
তারপর আমি কাঁদলাম।

পরিবার পরিচিতি

মা বোনেন উল
ছেলে যায় যুদ্ধে
মার কাছে সেটা খুব স্বাভাবিক
আর বাবা কী করেন, বাবা?
তিনি আছেন ব্যবসায়
তাঁর স্ত্রী বোনেন উল
তাঁর ছেলে রয়েছে যুদ্ধে
তিনি ব্যবসায়
বাবার কাছে সবই খুব স্বাভাবিক
আর ছেলে, ছেলেটা
কী মনে করে?
কিছুই মনে করে না সে
ছেলেটা কিচ্ছুটি ভাবে না
তার মা উল বোনে, বাবা ব্যবসা আর সে নিজে যুদ্ধ
যখন সে শেষ করবে যুদ্ধ
তখন সে ব্যবসা করবে বাবার সঙ্গে
যুদ্ধ চলছে, মায়ের উল বোনাও চলছে
বাবার সেই ব্যবসাও চলছে
পুত্রধন নিহত, তারটা আর চলছে না
বাবা মা যান কবরস্থানে
বাবা মার জন্য সেটা স্বাভাবিক
ব্যবসা যুদ্ধ উলবোনা যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা ও ব্যবসা
কবরস্থানের সঙ্গে জীবন।

নতুন ঋতু

একখণ্ড উর্বর জমি
একটি চাঁদ সুবোধ শিশু
অতিথিবৎসল এক মা
একটি হাস্যরত সূর্য
জলধারায়
সময়ের সুবাস নিয়ে মেয়েরা
এবং পৃথিবীর সব বালকেরা
গভীরতম আনন্দসায়রে সন্তরণরত
গ্রীষ্ম শীত হেমন্ত বসন্ত
কখনোই না, কখনোই না
শুধুমাত্র সুসময় সবসময়
এবং ঈশ্বর ধরার স্বর্গ থেকে বিতাড়িত
এইসব সুজন শিশুদের দ্বারা
যারা আদম-হাওয়াকে অস্বীকার করে
ঈশ্বর কারখানায় কাজের সন্ধানে চলে যান
তাঁর নিজের এবং তাঁর সাপের জন্য
কিন্তু কোনো কারখানা আর নেই
আছে শুধু একখণ্ড উর্বর জমি
একটি চাঁদ সুবোধ শিশু
অতিথিবৎসল এক মা
একটি হাস্যরত সূর্য
এবং ঈশ্বর তাঁর সর্পদেবতাসহ
রয়ে গেলেন সেখানে
মোটা সন্ত জঁ-র মতো সামনে
ঘটনাতাড়িত হয়ে।

শ্রমিকের স্বপ্ন

একটি ছোট্ট ইঁদুরের মতো পলায়নপর
ওবেরবিলিয়ে–র একটি ছোট্ট ইঁদুর
ওবেরবিলিয়ে–র ছোট্ট সড়কগুলো
রাস্তায় ধাবমান দারিদ্র্য
পানি ছুটছে সড়কের পাথরের ওপর
ওবেরবিলিয়ে–র পাথরের ওপর
ছুটেই চলেছে সে
ব্যস্ত সে।
যে কেউ বলবে : সে পালাতে চায়
ওবেরবিলিয়ে থেকে পালিয়ে
চলে যেতে চায় গ্রামে
তৃণভূমি আর বনাঞ্চলে
বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে চায়
নদী বন আর তৃণভূমি
শ্রমিকের শাদামাটা স্বপ্ন
ওবেরবিলিয়ে–র শ্রমিকের।

গাইডকে অনুসরণ করুন...

একদা সময়মত
দূরবর্তী অরণ্যের চিহ্নস্বরূপ
যে বৃক্ষ আর তার থেকে তৈরি এই বেঞ্চি
এখন
সেই বেঞ্চির ওপর ভর করে আছে অনেকটির মধ্যে একটি
অতিসাধারণ স্মৃতিস্তম্ভ
আমাদের সবচে' সুন্দর আর প্রশস্ত আভন্যু আর বুলভার–এর ওপর
প্রতিদিন এবং খুবই সাময়িকভাবে যেগুলো স্থাপিত হতে থাকে
পুরনো চাকরবাকরদের বহু শ্রম দিয়ে দাঁড় করানো
বড় বড় বাড়িঘরের ছায়ায়
যেগুলো আবার দাঁড়িয়ে আছে
বহু কারিগরের পরিশ্রমে
আর আপনার বড় মাপের ট্যুরিস্ট–হৃদয়টির
ছোটখাট সাড়াশব্দ শুনতে
আপনি এখন গ্রহণ করেন
যে–কোনো সামান্য সুযোগ
পাশ কেটে যাবার সময় এক পলক দেখে যান
বালি, সিমেন্ট আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়
নির্মিত এই ভাস্কর্য
হাড্ডি, মাংস আর ব্যবহৃত বস্তু
দুর্লভ বায়ু এবং অতিরিক্ত সময়ের খাটুনি দিয়ে
বানানো এই মূর্তি
এবং শিশি হাতে রক্ত ফেরত দেয়া
বন্ধ চোখের পাপড়ির আড়ালে
প্রস্তরখণ্ডের বিস্ফোরণ সহ্য করা

কিন্তু জলদি করুন জেন্টলম্যান,
লেডিজ এবং ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ
মুহূর্তের প্রয়োজনে
এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ খানিকটা
ঘটনাচক্রে তড়িঘড়ি তৈরি
তবে ক্রেমলিন–বিচেত্র–এর যাদুঘরে
(কিংবা) বৃদ্ধনিবাসে

যেখানে তার অবস্থান ইতোমধ্যে নির্ধারিত
এই মূর্তি হবে পঙ্গু হাসপাতালে আনীত
চারপাশে প্রয়োজন মোতাবেক হাজার রকমের অষুধপত্তর
প্রায়শ এবং বিশেষ করে রোববার
একটুখানি মদ
প্রতি সপ্তাহে আবার
কিছু সংখ্যক সিগারেটের কথা
ভুলে যেন না যাই।

এবং অন্যেরা যায় অন্য রাস্তায়...

এবং অন্যেরা যায় অন্য রাস্তায়
অন্যসব গান সঙ্গে নিয়ে
দূরে আছে দিগন্ত
আমরা চলি পাশ কেটে
এবং আমরা কেবল যাই আর আসি
আমরা আমাদের অনুসরণ করি
পরস্পরকে পাশ কাটাই
কখনো নিজেদের না দেখে
ধাক্কা লাগাই
নিজেদের না শুনেই
একে অন্যের কাছে মাফ চেয়ে নিই
দূরে আছে দিগন্ত
আমরা চলি পাশ কেটে
কারো কাছে ঘড়ি আছে
তবে সময় নেই কারো
অন্যদের আবার সময় আছে
কিন্তু ঘড়ি নেই সাথে
কেউ পরে জ্যাকেট
অন্যদের পিঠে আছে ঝোলা
দূরে আছে দিগন্ত
আমরা চলি পাশ কেটে
কেউ কেউ চলে ব্যবসা করে
ব্যবসাও আবার চালিয়ে নেয় কাউকে
কেউ বাঁচে (শুধু) রুটিতে
অন্যেরা লাথি খেয়ে
আমরা চলি পাশ কেটে
অদূরেই দিগন্ত।

অনুচিত

বুদ্ধিজীবীদের দেশলাই দিয়ে খেলতে দিতে নেই
কেননা মহোদয়গণ, ওঁদের কাউকে কখনো একলা ছেড়ে দিলে
মানসিক ভুবনটাতো, মহোদয়বৃন্দ,
আদৌ নয় সমুজ্জ্বল
আর যখনই ওঁদের কেউ থাকেন একলা
কাজ চালাবেন নিজের খুশিমতো
নিজের জন্য গড়ে তুলবেন
তথাকথিত বদান্যতায় ইমারতের শ্রমিকদের সম্মানে
একটি স্বয়ংক্রিয় স্মৃতিস্তম্ভ
আবার বলছি, মহোদয়গণ,
যখনই ওঁদের একলা ছেড়ে দেয়া হবে
মানসিক ভুবনটি
মিথ্যা বুনবে
স্মৃতিস্তম্ভের শামিল।

পাখি

বহুবিলম্বে আমি
পাখি ভালোবাসতে শিখেছি
একটু দুঃখ করি সেজন্যে
এখন সব ঠিকঠাক
বোঝা গেছে
ওরা তো ধার ধারে না আমার
আমিও ওদের নিয়ে ব্যস্ত নই
কখনো তাকাই ওদের দিকে
যা-খুশি ওদের করতে দিই
সব পাখি যা-খুশি করে যায়
ওরা নজির রেখে যায়
এমন নজির নয় যেমন ধরা যাক মসিয় গ্লাসি
যিনি যুদ্ধের সময় দৃষ্টান্ত রাখার মতো সাহসের সাথে চলেছেন
অথবা ছোট্ট পোল-এর দৃষ্টান্ত
যে ছিলো এমন গরীব, সুন্দর আর এতো সৎ
এবং যে হয়ে পড়ল বড়ো পোল্
এতো ধনী, বুড়ো, মানী, জঘন্য, কৃপণ, দাতা আর ধার্মিক
অথবা সেই বুড়ি কাজের বেটি
যার ছিল এক দৃষ্টান্তস্থাপনকারী
জীবন এবং মৃত্যু
কখনো সে তর্ক করতো না
কখনো দাঁতে নখ লাগিয়ে শব্দ
কখনো মসিয় বা মাদামের সঙ্গে
বেতনের মতো বাজে বিষয়ে বিতর্ক করতো না
না
পাখিরা দৃষ্টান্ত দেয়
যেমন দরকার সেরকম দৃষ্টান্ত
পাখির দৃষ্টান্ত
পাখির দৃষ্টান্ত
দৃষ্টান্ত—পাখির পালক, পাখা, ওড়া
দৃষ্টান্ত—পাখির বাসা, বেড়ানো এবং গান
দৃষ্টান্ত—পাখির সৌন্দর্য
দৃষ্টান্ত—পাখির অন্তর
পাখির আলো।

হতাশা বসে আছে বেঞ্চির ওপর

ছোট্ট এক বাগানের একটি বেঞ্চির ওপর
কেউ পাশ কেটে যেতেই একটি লোক ডাক দেয়
পুরনো খয়েরী রঙের স্যুট পরা দু' চোখে চশমা
বসে বসে সে ছোট্ট এক চুরুট টানছিল
পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আপনাকে ডাকে
অথবা সহজভাবে আপনাকে করে ইশারা
তার দিকে তাকানো ঠিক হবে না
তার কথা শোনা আদৌ উচিত হবে না
চলে যাওয়াই ঠিক
কেউ যেন তাকে দেখেনি
যেন তাকে শোনেওনি কেউ
একটু দ্রুত পায়ে চলে যাওয়াই উচিত
যদি তাকান তার দিকে
যদি তাকে শোনেন
তিনি আপনাকে ইশারা করেছেন আর কেউ কিছুতেই
তার পাশে বসতে বাধা দিতে পারবে না আপনাকে
তখন সে আপনার দিকে তাকাবে, আর হাসবে
আপনি ভয়ানকভাবে ভুগবেন
লোকটি হাসতেই থাকবে
আপনিও একইভাবে হাসবেন
অবিকল একইভাবে
যত বেশি হাসবেন ততই ভুগবেন
ভয়ংকরভাবে
যত বেশি ভুগবেন তত বেশি হাসবেন
সংশোধনের বাইরে
এবং আপনি সেখানেই থাকবেন
শক্তভাবে বসে
হেসে বেঞ্চির ওপর
শিশুরা খেলা করে আপনার চারপাশে
যাদের যাবার তারা পার হয়ে যায়
শান্তভাবে
পাখিরা উড়ে যায়
একটি বৃক্ষ ছেড়ে
অন্য বৃক্ষে
আর আপনি থাকেন সেখানে

বেঞ্চিটির ওপর বসে
এবং আপনি জানেন, জানেন আপনি
আর কখনো আপনি খেলবেন না
এই শিশুদের মতো
আপনি জানেন আর কখনো আপনি পার হবেন না
শান্তভাবে
এই যারা পার হয়ে গেল তাদের মতো
কক্ষনো আপনি আর উড়বেন না
এক বৃক্ষ ছেড়ে অন্য বৃক্ষে
এই পাখিদের মতো।

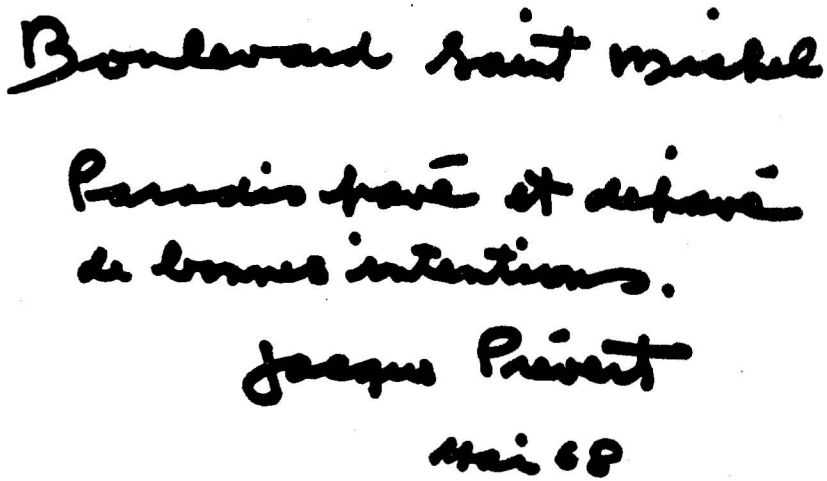

বুলভার স্যাঁ মিশেল্

স্বর্গ–সড়ক :
খোয়া লাগানো আর খোয়া ওঠানোর সদিচ্ছা

স্বা: জাক্ প্রেভের
মে, '৬৮

প্রেম

পাঁচটি কি ছ'টি পরমাশ্চর্য নেই পৃথিবীতে,
একটি আছে কেবল : প্রেম
তোমাকে পেতে চাই না আমি, যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি
তাই তুমি হয়ে যেতে পারি আমি।

তোমার জন্যে প্রিয়তমা মোর

গিয়েছি আমি পাখির হাটে
কিনেছি ক'টি পাখি
তোমার জন্যে
প্রিয়তমা মোর
গিয়েছি আমি পুষ্পবিতানে
কিনেছি এন্তার ফুল
তোমার জন্যে
প্রিয়তমা মোর
গিয়েছি এবার ভাঙা লোহার দোকানে
এবং কিনেছি শেকল
লম্বা আর ভারী শেকল
তোমার জন্যে
প্রিয়তমা আমার
এরপর গিয়েছি আমি দাস বিক্রির বাজারে
এবং তোমাকে খুঁজেছি সেখানে
কিন্তু খুঁজে পাইনি তো তোমাকে
আমার প্রিয়তমা।

কে যেন কড়া নাড়ে

কে ওখানে
কেউ না
শুধু আমার বুকের ভিতর বাজছে
বেশ জোরে বাজছে
তোমার কারণে
কিন্তু বাইরে
কাঠের দরোজায় ব্রোঞ্জের ছোট্ট হাত
নড়ে না
চড়ে না
আঙুলের ছোট্ট মাথাও নড়াচড়া করে না।

বাগান

হাজার হাজার বছরও
যথেষ্ট নয়
বলতে
শাশ্বত সেই ছোট্ট সেকেণ্ডটির কথা
যখন তুমি আমাকে আলিঙ্গন করলে
যখন আমি তোমাকে আলিঙ্গন দিলাম
এক সকালে শীতের আলোয়
প্যারিসের মোঁসুরি বাগানে
প্যারিসে
পৃথিবীর ওপর
পৃথিবী যা একটা গ্রহ বিশেষ।

আলিকান্তে

টেবিলের ওপর একটি কমলানেবু
কার্পেটের ওপর তোমার গাউন
এবং তুমি আমার শয্যায়
বর্তমানের শান্ত উপস্থিতি
রাত্রির স্নিগ্ধতা
আমার জীবনের উষ্ণতা।

হাইড পার্ক

সমুদ্র যেমন বালুকারাশির ওপর
এখানে প্রেমিকদের সেরকম খুশিমতো নড়াচড়া
কেউ তাদের জিগ্যেস করে না
এটা কি এক রাতের জন্য না এক মুহূর্তের তরে
ভেলভেটের সবুজ জীবন্ত কক্ষের
ভাড়ার প্রশ্ন কেউ কখনো তুলবে না
হাইড এ্যান্ড ডেভিল পার্ক
এডেন পাবলিক যেখানে দিবারাত্র বধিরের ভূমিকায়
শয়তান থাকে স্বপ্নের রক্ষক।

প্যারিস এ্যাট্ নাইট

দেশলাইয়ের তিনটি কাঠি জ্বালানো হলো রাত্রে
প্রথমটিতে তোমার চেহারা পুরোটা দেখার জন্যে
দ্বিতীয়টি তোমার চোখ দেখার জন্যে
শেষেরটি তোমার ঠোঁট দেখার জন্যে
আর রইলো অন্ধকার সর্বগ্রাসী
এসব আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে
তোমাকে আমার বাহুডোরে আবদ্ধ করে।

প্রেমের পেলব এবং ভয়ানক চেহারা

প্রেমের পেলব
এবং ভয়ানক চেহারা
এক সন্ধ্যায় আমার সামনে হাজির
কোনো এক দীর্ঘ দিনান্তে
হয়তোবা হবে কোনো তীরন্দাজ
তার তীর-ধনুক নিয়ে
অথবা কোনো শিল্পী
তার হার্প নিয়ে।
আর বেশি কিছু জানা নেইকো
না, কিচ্ছু জানি না আমি
যা জানি
তা হলো, আমাকে সে আহত করেছে
হয়তো একটি তীর দিয়ে
যা আমি জানি
আমাকে সে আহত করেছে
হৃদয়ে আঘাত হেনেছে
আর তাতো সব সময়ের জন্য
জ্বালাময়, অতি জ্বালাময়
এই প্রেমের আঘাত।

ছায়া

এই তো তুমি
আমার সামনে
প্রেমের আলোয়
আর আমি
এই তো আছি
তোমার মুখোমুখি
সুখ-সংগীত নিয়ে
কিন্তু তোমার ছায়া
সমুদ্রের ওপর
পাহারা দেয়
আমার প্রতিটি মুহূর্ত
আমার ছায়ারও কাজ একই
সে যেন তোমার স্বাধীনতার গুপ্তচর
তবুও আমি ভালোবাসি তোমাকে
আর তুমিও বাসো আমাকে
যেমন সবাই ভালোবাসে দিনমান,
জীবন অথবা গ্রীষ্মকাল
কিন্তু সময় যেমন কেটে যায়
একই সময় বাজে না ঘণ্টা কখনো
আমাদের দুজনের ছায়া
একে অন্যকে অনুসরণ করে
যেন একই মাপের দুটি কুকুর
যেন একই শেকল থেকে পেয়েছে ছাড়া
কিন্তু প্রেমে এখন ঘোর অনাসক্ত
কেবল ওদের প্রভুর ভক্ত
ওদের গৃহকর্ত্রীর
এবং ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষারত
কিন্তু বেদনায় ভারাক্রান্ত
প্রিয় বিচ্ছেদে
যে প্রতীক্ষমাণ
যেন আমাদের জীবন ও প্রেম
শেষ হয়ে গেল

এবং আমাদের অস্থি নিক্ষিপ্ত হলো
তারা তা নিয়ে নেবে
তারপর লুকিয়ে ফেলবে এবং পালিয়ে যাবে
একই সময়
কামনার ভস্মস্তূপের নিচে
সময়ের ভাঙচুরের ভেতর।

মে মাসের গান

গাধা রাজা আর আমি
কাল আমরা মারা যাবো
গাধা ক্ষুধায়
রাজা বিরক্তিতে
আর আমি প্রেমে
এই মে মাসে
চক দিয়ে তৈরি একটি আঙুল
দিনের বেলার স্লেটের ওপর
লিখে যায় আমাদের নাম
এবং পপলারের বাতাস বয়ে যায়
ঘোষণা করে আমাদের নাম
গাধা রাজা মানুষ
কালো শিফনের সূর্য
আমাদের নাম মুছে দেয়
ইতোমধ্যে হয়ে গেছে মোছা
ঘাসের ডগায় তাজা শিশিরবিন্দু
বালিয়াড়ীর বালুকারাশি
গোলাপবাগানের গোলাপ
স্কুলযাত্রীর সড়ক
গাধা রাজা আর আমি
কাল আমরা মারা যাবো
গাধা ক্ষুধায়
রাজা বিরক্তিতে
আর আমি প্রেমে
এই মে মাসে
জীবন একটি চেরী ফল
মৃত্যু একটি বিচি-বৈকি
প্রেম তো চেরী ফুলেরই গাছ।

সুপ্রভাতের মতো সহজ

প্রেম দিনের মতো স্পষ্ট
প্রেম সুপ্রভাতের মতো সহজ
প্রেম হাতের তালুর মতো নগ্ন
এইতো তোমার আমার ভালোবাসা
বড় প্রেমের কথা কেন বলা?
কেনইবা বড় মানুষের জীবন নিয়ে গান গাওয়া?
আমাদের ভালোবাসা বেঁচে থেকেই সুখী
এবং তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট।
সত্যি তো প্রেম বড় সুখের
এমন কি একটু বেশি হয়তোবা
আর যখন কেউ দরোজা বন্ধ করে
(তখন সে) জানলা দিয়ে স্বপ্ন দেখে পালিয়ে যাবার
আমাদের ভালোবাসা যদি পালিয়ে যেতে চায়
তাকে ধরে রাখতে আমরা যা পারি করবো
প্রেম ছাড়া কী হয়ে যাবে আমাদের জীবন :
সংগীতবিহীন এক বিলম্বিত ছন্দের নৃত্য
(কিংবা এমন) এক শিশু যে কখনো হাসে না
(অথবা) এক উপন্যাস যা কেউ পড়ে না
প্রেমহীন সে জীবন শূন্য, বিরক্তির যন্ত্রকৌশল।

গান

আমরা আছি কোন দিনে
আমরা আছি সব দিনে
বান্ধবী আমার
আমরাই তো পুরো জীবন
প্রিয়তমা মোর
আর তাইতো থাকি বেঁচে
আমরা আমাদের ভালোবাসি
আমরা বেঁচে থাকি আর আমরা আমাদের ভালোবাসি
আমরা তো জানি না জীবনটা কী
আমরা তো জানি না দিবস কেমন
আমরা তো জানি না ভালোবাসা কারে কয়।

যুদ্ধ

যুদ্ধ হতো দেবতাদের
এক বড় উপকারী কাজ
যদি এতে শুধু পেশাগতরা ছাড়া
অন্য কেউ নিহত না-হতো

* * *

বড় বড় রাক্ষসদের কাছে স্বদেশ কৃতজ্ঞ।

* * *

মিনার্ভা কাঁদে
আক্কেল দাঁত উঠছে তার
আর শুরু হলো
বিরামহীন যুদ্ধ।

গুলিবিদ্ধ

ফুল বাগান ফোয়ারা মৃদুহাসি
এবং বাঁচার মধুরিমা
ওখানে একটি মানুষ মাটিতে পড়ে আছে
এবং আপন রক্তে সে স্নানসিক্ত
স্মৃতি ফুল ফোয়ারা বাগান
শিশুসুলভ স্বপ্ন
একটি মানুষ ওখানে মাটিতে
রক্তমোড়া একটি প্যাকেটের মতো
ফুল ফোয়ারা বাগান স্মৃতি
এবং বাঁচার মধুরিমা
ওখানে মাটিতে পড়ে আছে একটি মানুষ
যেন এক ঘুমন্ত শিশু।

বার্বারা

মনে কি পড়ে, বার্বারা?
ব্রেস্ত শহরে সেদিন বিরামহীন বৃষ্টি
দীপ্র পদক্ষেপে চলছিলে তুমি
বিকশিত, আনন্দিত, বৃষ্টিস্নাত
মনে পড়ে, বার্বারা?
ব্রেস্ত শহরে সেদিন বিরামহীন বৃষ্টি
সিয়াম সড়কে আমরা একে অন্যের
পাশ কেটে গেলাম
তোমার মুখে মৃদুহাসি
আমার মুখেও একই হাসি
মনে পড়ে, বার্বারা?
তুমি ছিলে আমার অচেনা
আমিও তোমার অজানা
মনে পড়ে?
তবু, দেখোনা মনে পড়ে কিনা
সেদিনটাকে, বিস্মৃত হয়ো না
অলিন্দে আশ্রয় নিয়েছিল একজন
সে চীৎকার করে ডাকল তোমার নাম :
বার্বারা
এবং তুমি বৃষ্টির ভেতর
দৌড়ে গেলে তার কাছে
বিকশিত, আনন্দিত, বৃষ্টিস্নাত
তার বাহুর আশ্রয়ে ছুঁড়ে দিলে নিজেকে
এসব কি মনে পড়ে, বার্বারা?
আর রাগ কোরো না আমার 'পর
তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে
যাদের ভালোবাসি তাদের সবাইকে তো
আমি তুমিই বলি
এমন কি তাদের যদি দেখে থাকি শুধু একটিবারের জন্য
আর যারা নিজেদের ভালোবাসে
তাদেরও আমি তুমি বলি
এমন কি তাদের না চিনলেও
মনে পড়ে, বার্বারা?
বিস্মৃত হয়ো না
সেই সুখের বিনম্র দৃষ্টি

তোমার তৃপ্ত চোখে মুখে
সেই আনন্দিত নগরে
সমুদ্রে সেই বৃষ্টিপাত
অস্ত্রনগরীর ওপর
উস্সঁর জাহাজের ওপর
ওহ্, বার্বারা
কী অসভ্যতা এই যুদ্ধ!
তুমি এখন কী হয়ে গেলে?
সেই লোহা, আগুন, ইস্পাত আর রক্তের বৃষ্টিধারায়
এবং যে তোমাকে ভালোবেসে
বাহুতে রেখেছিলো আটকে
সে কি মৃত, নিখোঁজ, না এখনো জীবিত?
ওহ্, বার্বারা
ব্রেস্ত শহরে বৃষ্টি পড়ে অবিরাম
যেমন আগেও পড়তো
কিন্তু তা যেন আদৌ একরকম নয়
সবই তো আজ বিধ্বস্ত,
আজকের বৃষ্টি শোকের
মারাত্মক সান্ত্বনাহীন শোকের
এতো আর লোহা, ইস্পাত আর রক্তের
ঝড় নয়
খুব সাধারণ মেঘ
কুকুরের মতো যা আসে-যায়
কুকুরের মতোই আবার অদৃশ্য হয়
ব্রেস্ত শহরের জলস্রোতে
দূরে গিয়ে পঁচে
দূরে ব্রেস্ত থেকে বহু দূরে
যার কিছুই থাকে না অবশিষ্ট।

যুদ্ধক্ষেত্রে

ভরদুপুরে নিদ্রালু অবস্থায়
আমি পার হচ্ছিলাম যুদ্ধের মহড়াক্ষেত্র
মানুষেরা সেখানে শিখছিলো কীভাবে মরতে হবে
স্বপ্নের চাদরে আগাগোড়া আচ্ছাদিত হয়ে
মাতালের মতো আমি বিড়বিড় করছি
আরে ! ফেরারী ফিরে এলো দেখি—কমাণ্ডার বললেন।
না
শুধুমাত্র অবাধ্য একজন—ক্যাপ্টেন মন্তব্য করলেন।
যুদ্ধকালে ওর হিসাব-কিতাব পরিষ্কার
লেফট্যানেন্ট জানালেন।
বিশেষ করে পোশাক-আশাক পরেনি ঠিকমতো
অবাধ্য কারুর জন্যে একটি কাঠের স্যুট
এটাই অনুমোদিত পোশাক
কমাণ্ডার বললেন, বেশ বড়সড়
ওপরে একটি কাঠ, নিচে একটি
ছোট্ট এক টুকরো পায়ের দিকে
ছোট্ট এক টুকরো মাথার দিকে
এই তো ব্যস।
মাফ করবেন
এমনি যাচ্ছিলাম
বিউগল যখন বাজছিলো, তখন আমি ঘুমুচ্ছিলাম
আমার স্বপ্নের জগতে তখন ভারি চমৎকার আবহাওয়া
যুদ্ধের শুরু থেকে দিনে বা রাত্রে আমি একটু-আধটু ঝিমিয়ে নিতাম।
কমাণ্ডার বললেন
ওকে একটা ঘোড়া, একটা কুঠার, একটা কামান, একটা আগুন ছোঁড়ার বর্শা
একটা দাঁতের খিলাল একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দাও
দেখা যাক যুদ্ধক্ষেত্রে কী করে সে।
দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটি শেখা হয়নি আমার
কখনো একটি পাঠ গ্রহণেও সক্ষম হইনি আমি
কিন্তু দাও আমাকে একটি অশ্ব
আমি তাকে নিয়ে যাব জলাভূমিতে
একটি কামানও আমাকে দাও
বন্ধুদের নিয়ে তাকে আমি পান করবো
দাও আমাকে
এরপর কিছুই চাই না আপনাদের কাছে

আমি তো নিয়মিত বাহিনীর কেউ নই
ভাঙা পাইপের কাহিনীও আমার নয়
আমার আছে কেবল ছোট্ট একটি পাইপ
মাটির তৈরি এই পাইপ
অবাধ্য মাটি দিয়েই তৈরি
আর তাতেই আমার চলে
আমাকে আমার পথে চলতে দিন
তাতেই ধূমপান করে
সন্ধ্যা ও সকালে
আমি তো নিয়মিত বাহিনীর কেউ নই
আপনাদের যুদ্ধের গলি পথে
আমি ধূমপান করি
আমার শান্তির ছোট্ট লম্বা পাইপটি টানি
অনর্থক রাগ কইরেন না আপনি—
আপনার কাছে তো আমি ছাইদানী চাইনি।

নামকরণ

এই সড়ক
অন্যসময় একে বলা হতো লুক্সঁবুর্গ সড়ক
বাগানের কারণে
আজ একে বলা হচ্ছে গুইন্‌মে সড়ক
যুদ্ধে মৃত এক বৈমানিকের কারণে
তবু
এটা সবসময় একই সড়ক
এখানে সব সময় একই বাগান
এই তো লুক্সঁবুর্গ
তার তেরাস, মূর্তি ও জলক্রীড়ার জায়গাসহ
বৃক্ষসহ
জীবন্ত বৃক্ষসমূহ
পাখিসহ
উড়ন্ত পাখিসমূহ
শিশুসহ
প্রাণবন্ত শিশুগণ
তাহলে প্রশ্ন জাগে
সত্যি সত্যি প্রশ্ন ওঠে
এক মৃত বৈমানিক কী করতে আসছে এখানে?

শান্তির সপক্ষে

ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণের শেষ পর্যায়ে
রাষ্ট্রের মহান নায়ক এলোপাথাড়িভাবে
একটা কাঁচা সুন্দর বাক্যের ওপর
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন
এবং বেদনায় বোবা মুখে তাঁর মস্তবড় হা
হাঁফাচ্ছিলেন তিনি
শান্তির সপক্ষে ললিত যুক্তি প্রদর্শনে
দাঁত আর অসুস্থ মাড়ি দেখিয়ে দিলেন
যুদ্ধের নাড়ি–নক্ষত্র যে টাকাপয়সার
নাজুক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত
তাকেও জীবন্ত করে তুললেন।

বাস কন্ডাক্টার

যান যান
চাপেন
যান যাইতে থাকেন
দেইখ্যা চাপেন
বহুত যাত্রী
যাত্রী বহুত বেশি
চাপেন চাপেন
লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ
সব জায়গায় তাই
অনেকে
ওঠানামার পুরাটা পথে
কিংবা তাদের মায়ের পেটের করিডরের ভেতর যেন
যান যান চাপেন
ট্রিগারে মারেন একটা চাপ
সবাইকে তো থাকতে হবে বেঁচেবর্তে
তাহলে নিজেকে একটু মারলেনইবা
যান যান
দেইখ্যা চলেন
আসেন একটু সাবধান হই
জায়গা ছাড়েন
ভালো করেই তো জানেন, অইখানে থাকা সম্ভব নয় আপনার খুব বেশিক্ষণ
সবার জন্য যেন তাই হয়
ছোট্ট এক চক্কর, কেউ আপনাকে বলে থাকবে
পৃথিবীতে এই একটা ছোট্ট চক্কর আর কি
এই তো একটি ছোট্ট চক্কর, তারপর তো চলে যাওয়া
যান যান
চাপেন চাপেন
ভদ্রতা বজায় রাইখেন
    ধাক্কা দিয়েন না।

উদ্‌যাপনযোগ্য উৎসবসমূহ
যদি ইতিহাস তার ধারা অনুসরণ করে

১৯৭৯	স্তালিনের জন্মশতবার্ষিকী
১৯৮৩	মুসোলিনীর জন্মশতবার্ষিকী
১৯৮৯	সালাজারের জন্মশতবার্ষিকী
১৯৯০	দ্য গোলের জন্মশতবার্ষিকী
১৯৯২	ফ্রাঙ্কোর জন্মশতবার্ষিকী
২০৬১	প্রথম নাপোলেওঁর জন্মত্রিশতবার্ষিকী

বিশ্বরেকর্ড

একশো বছরের যুদ্ধ,
তিরিশ বছরের যুদ্ধ,
সাত বছরের যুদ্ধ
চার বছরের
পাঁচ বছরের
আধা মিনিটের যুদ্ধ
সেকেন্ডের হাজারে একশো ভাগ অংশে বিজয়।

নগরীর চাবি

নগরীর চাবিগুলো
রক্তাপ্লুত
নৌবাহিনী প্রধান এবং ইঁদুরেরা জাহাজ পরিত্যাগ করেছে।
দীর্ঘকাল হয়ে গেল
বোন আন্ আমার বোন্ন আন্
কিছুই কি আসতে দেখলে না তুমি?
আমি দেখি, দারিদ্র্যের মধ্যেও এক শিশুর নগ্ন পা
এবং গ্রীষ্মের হৃদয়
শীতের বরফ দিয়ে যা ইতোমধ্যেই ঠাসা
আমি দেখি যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ধুলোবালির মধ্যে
ভারি শিল্পের অশ্বারোহীবৃন্দ
কমজোর ঘোড়সওয়ারদের সামনে সমাসীন
তোরণের নিচে যারা প্যারেডরত
সার্কাসের এক সংগীতের তালে
এবং কামারের কর্মশালার ওস্তাগররা
ব্যালের নাচের প্রশিক্ষকরা
অচল, বরফঠাণ্ডা এক চারজনা–নৃত্য পরিচালনা করে
যেখানে গরীব পরিবার
খাবারের সামনে দাঁড়িয়ে
কিছুই না বলে শুধু দেখে তাঁদের মুক্ত ভাইদের
তাদের মুক্ত ভাইদের
যারা করছে আবার নতুন আক্রমণের আশংকা।
একটি পুরনো পৃথিবী জরাগ্রস্ত, কঠিন এবং অপূর্ণতা–আচ্ছন্ন
এবং আমি দেখি তোমাকে মারিয়ান
হতভাগ্য ছোট্ট বোনটি আমার
আরেকবার ঝুলে থাকা
ইতিহাসের কালো ক্যাবিনেটে
উচ্চসম্মানের চিহ্ন বহন করে
এবং আমি দেখি
নীল দাঁড়ি শাদা লাল
অনমনীয় এবং হাস্যোজ্জ্বল
শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকদের
পয়সাকড়ির পরাশক্তির দলকে
দেয়া হচ্ছে নগরীর চাবিগুলো
রক্তাপ্লুত চাবিগুলো।

শিল্প ও ভাষা

এমন কি আপনি ভালো চোখে
না দেখলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু
অসুন্দর নয়। সম্ভবত আপনার
চোখই খারাপ।

* * *

সৌন্দর্যের আপন সম্বোধন বহুবচনে।

চারুকলা বিদ্যালয়

একটি সব্জীর বাক্স থেকে
পিতা এক ছোট বাণ্ডিল কাগজ নিলেন
এবং তা ছুঁড়ে দিলেন কমোডে
তাঁর শিশুদের অবাক করে
তখন বেরিয়ে এলো
বহুরঙা
বড় জাপানী ফুল
এক তাৎক্ষণিক পদ্মফুল
শিশুরা বিস্ময়ে হতবাক
পরে কখনো তাদের স্মৃতি থেকে
শুকোবে না এ ফুল
আচমকা আসা এই ফুল
তাদের জন্য
তাদের সামনে
মিনিটেই তৈরি।

পিকাসোর প্রমনাদ

সত্যিকার পোর্সেলেনের গোলমতো একটি প্লেটে
রয়েছে একটি আপেল
তার মুখোমুখি
বাস্তবতার এক চিত্রকর
চালিয়ে যান ব্যর্থ প্রয়াস :
আপেলটি যেমন আছে তেমন করে আঁকতে
কিন্তু
কিছুতেই দিচ্ছে না সে
আপেলটির
নিজের কিছু কথা আছে
থলির ভেতর তাকে ভুগতে হয়েছে এন্তার
আপেলটি
এই যে এখন ঘুরছে
তার সত্যিকার প্লেটে
হালকা ভঙ্গিতে নিজের ওপর
কোমলভাবে না-নড়ে
গিজের এক ডিউকের মতো
গ্যাসের মুখোশ পরে যিনি আত্মগোপন করে থাকেন
কেননা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আঁকতে চায় প্রতিকৃতি
আপেল সুন্দর একটি ফলের মতোই
নিজেকে লুকিয়ে রাখে
এবং ঠিক তখনই
বাস্তবতার চিত্রকর
অনুভব করতে পারলেন
আপেলের সমস্ত বহিরঙ্গ তাঁর বিরুদ্ধে
এবং
অসুখী দুস্থদের মতো
দুঃখী দরিদ্রের মতো যাকে হঠাৎ
যে-কোনো সাহায্য-সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয়
বাস্তবতার অসুখী চিত্রকর
আচমকা মুখোমুখি হয়ে পড়েন
অগুনতি ভাবনাচিন্তার
এবং আপেলটি ঘুরে ঘুরে স্মরণ করে জন্মদাতা বৃক্ষটির কথা
মর্ত্যের স্বর্গ এবং হাওয়া ও পরে আদমের কথা
মূল পাপ

এবং শিল্পের উৎপত্তি
এবং গীইয়োম তেল সহ সুইজারল্যান্ড
এমনকি আইজাক নিউটন
বৈশ্বিক চাপের প্রদর্শনীতে বহুবার প্রদর্শিত
নিঃশঙ্ক চিত্রকরের দৃষ্টির বাইরে যায় তাঁর মডেল
এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন
ঠিক তখনই পিকাসো
যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে যেমন তিনি গিয়ে থাকেন সবখানে
প্রতিদিন যেমন তাঁর বাড়িতে
দেখে থাকেন আপেল, প্লেট আর নিদ্রামগ্ন চিত্রকর
একটি আপেল আঁকার কী শখরে বাবা,
পিকাসো বলেন
এবং পিকাসো আপেলটি খেয়ে ফেলেন
আপেল তাঁকে বলেন, ধন্যবাদ
এবং পিকাসো প্লেটটি ভেঙেই ফেলেন
এবং হেসে চলে যান
চিত্রকরের তখন স্বপ্নভঙ্গ
যেন একটি দাঁত
একটি অসমাপ্ত ছবির গায়ে লেপটে আছে
ভাঙা হাঁড়ি পাতিল আর বাসনকোসনের সুন্দর পরিবেশে
বাস্তবতার ভয়ংকর বীজ।

মিরোর মরূদ্যান

হলুদ পাখি উন্মত্ত পোড়া কালো জামায় আচ্ছাদিত
কালো এক পরিত্যক্ত আকাশে
উড়ে চলেছে

সবুজ সবুজ
গার্সিয়া লোরকা গেয়ে চলেছেন
লাল পেতলের গ্রহে আকৃষ্ট তাঁর হৃদয়
একি চাঁদের দোষ?
অশ্রু লোনা
সমুদ্রের সবচে' সূক্ষ্ম উর্মি
কাঁচের মতো ভেঙে পড়লো
খুবই নরোম প্রস্তরখণ্ডসমূহের ওপর
অশ্রু লোনা
একি চাঁদেরই দোষ?
জোয়ার-ভাটা যার নিয়ন্ত্রণে।

মিরো মিরর

মিরোর নামেই আছে একটি মিরর
প্রায়শ এই আয়নায় প্রতিভাত
আঙুরলতা, আঙুর আর মদের ভূমণ্ডল
সূর্যকিরণচিহ্ন
কলম্বাস-পূর্ব যুগের ডিমের হলুদ অংশ
দূরে আজব পাখির গুনগুন
দুপুর থেকেই মাতাল
সকালের টেবিলক্লথ নিজের সঙ্গে নিয়ে
কালো সূর্য ডুবে যায় সন্ধ্যার গুহায়
ধূসর প্রচ্ছায়া আর নির্বাসিত ছায়া
ভঙ্গুর সবুজের ভয়ানক লাশ
বিধবা রজকিনী যাকে সবাই বলে রাত
নিঃশব্দে যার উত্থান
এবং ক্ষারের নীলে
মিরোর গ্রহ
বিলম্বিত তারকা
সমুজ্জ্বল ...

কালদারের উৎসব

ওপরে নড়েচেড়ে
নিচে স্থায়ী
এইতো আইফেল টাওয়ার
কাল্‌দারও এর মতো।

লোহার কারিগর
হাওয়ার ঘড়িনির্মাতা
কালো বন্য জানোয়ারের প্রশিক্ষক
উৎফুল্ল প্রকৌশলী
চিন্তিত স্থপতি
সময়ের ভাস্কর্য
এই যে কাল্‌দার—

ভাষার প্রতিবাদ

ভাষা প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদ জানায় পণ্ডিতী ভাষা
ভাব বিক্রিতে ওস্তাদ এই পণ্ডিতী ভাষা
ভাবের ফেরিওলা
ভাবজগতের যক্ষ
শিল্পের নিয়ম যেখানে শক্ত
শিল্প সেখানে অস্বীকৃত।

কথা ও কাহিনী

আমার জীবন আমার পেছনে নেই
সামনেও নেই
এখন যেখানে আছে সেখানেও নেই
আছে ভেতরে।

উৎসব

এবং পানপাত্রগুলো ছিলো শূন্য
আর বোতল ভাঙা
তবে বিছানাটি ছিলো উপযুক্তভাবে তৈরি
এবং দরোজাটি বন্ধ
সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের সব কাঁচের নক্ষত্ররাজি
ধূলিধূসরিত কক্ষে ছিলো সমুজ্জ্বল
আমি ছিলাম মৃত মাতাল
আর আনন্দে অধীর
এবং তুমি সজীব উন্মত্ত
আমার বাহুডোরে সম্পূর্ণ নগ্ন।

সকাল

মোরগের ডাক
নৈশ বলাকার গান
একই সুরে বহু সংবাদ নিয়ে
আমাকে চিৎকার শোনায়
আজ তার শুরু আবার
আজ আবার আজ
তোমার রোমান্স-কাহিনী চাই না শুনতে
আমার কান বধির থাকলো এখন
তোমার চিৎকার শোনা বন্ধ আমার
তবু বেশ আগেভাগে উঠে পড়ি
আমার জীবনের প্রায় প্রতিদিনই
পূর্ণ সূর্যালোকে আমি গলাধঃকরণ করি
রাতের সবচে' সুন্দর স্বপ্নগুলি।

সবচে' সংক্ষিপ্ত সংগীত ...

আমার মাথার ভেতর পাখিটির গান
এবং গেয়ে বলে বারবার : আমি ভালোবাসি তোমাকে
একটু থেমে বলছে পুনর্বার : তুমিও বাসো আমাকে
জোর গলায় চলছে পাখির তান
কাল সকালে আমি খুন করবো তাকে।

চাঁদে ভ্রমণ

আহ্! আপনি যাচ্ছেন সেখানে?
হ্যাঁ
জানেন সে কোথায়?
না কিন্তু জানিতো
আর নিচ্ছেন বোঁচকাবুঁচকি?
হ্যাঁ
কক্ষনো না, কক্ষনো না
শুনতে পাচ্ছেন?
কক্ষনো পৌঁছুবেন না
সেথায়
এসব সঙ্গে নিয়ে।

চাঁদ ও রাত

ওই রাতে আমি দেখছিলাম চাঁদ
হ্যাঁ আমি ছিলাম আমার জানলায়
আর দেখছিলাম তাকে
তারপর এলাম জানলা ছেড়ে
পোশাক খুললাম
শুয়ে পড়লাম
এরপর কামরাটি হয়ে গেল উজ্জ্বল পরিষ্কার
চাঁদ ঢুকে পড়েছিলোতো
হ্যাঁ, জানলা আমি খুলেই রেখেছিলাম
আর চাঁদ পড়লো ঢুকে
সে রাতে সে থাকলো আমার কামরায়
আর দেখাতে লাগলো তার ঔজ্জ্বল্য
তার সাথে আমি কথা বলতে পারতাম
পারতাম তাকে স্পর্শ করতে
কিন্তু কিছুই করলাম না
আমি শুধু তাকিয়েই থাকলাম
তাকে দেখাচ্ছিল শান্ত আর সুখী
ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে আদর করতে
কিন্তু জানতাম না তো কেমন করে কী করবো
তাই থাকলাম সেখানে নড়াচড়া না-করে
আমাকে দেখছিলো সে
আর নিজে হচ্ছিলো উজ্জ্বলতর
সে হাসছিলো
তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম
এবং জেগে উঠলাম যখন
ইতোমধ্যে হলো পরদিনের সকাল
আর তখন শুধু সূর্য
সব বাড়ির মাথা ছুঁয়ে।

স্রোতস্বিনী

সেতুর নিচে দিয়ে বয়ে চলে জলস্রোত
এবং পরে প্রবাহিত হয় অজস্র রক্তধারা
কিন্তু প্রেমের পদতলে
বয়ে যায় একটি বড় শাদা স্রোতস্বিনী
এবং চাঁদের বাগানে
সবদিন শুধু উৎসব
ঘুমিয়ে ও গান গেয়ে চলে স্রোতস্বিনী
আর এই চাঁদ সে তো আমার মাথা
যেখানে এক বড় নীল সূর্য ঘোরে
এই সূর্য সে তো তোমার চোখ।

হাতি

হাতি
প্রায় ভাবি তোমার কথা
যখন আমি একান্ত নিঃসঙ্গ
যখন আমি অন্যদের সঙ্গে
যখন আমি গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই
    ছোট, নরোম রুটি হাতে নিয়ে
যখন আমি সকালবেলা দাঁত মাজি
আর কখনো যখন ঘুমঘোরে তোমার বিশাল বপুকে দেখি
    আমার স্বপ্নে বিচরণশীল
এটা যে তোমার জন্য আমার শ্রদ্ধাবোধ তা কিন্তু নয়
কিংবা লোকে যাকে বলে মমতা, তাও নয়
আমি তোমার বন্ধু নই
এমনি ভাবি তোমার কথা
জানি, তুমি এখনো অস্তিত্বমান
তাতেই আমি খুশি
তুমি বড় প্রাণী
তোমার কান আমি চিনি
ছেলেবেলায় চড়েছিলাম তোমার পিঠে
    কোনো এক বাগানে
সংবাদচিত্রে দেখেছি তোমাকে
দেখেছি হামবুর্গে
তোমাকে দেখেছি সালঙ্কারা
তোমাকে দেখেছি হাতিমার্কা রবারে
যেমনটি তুমি আছ তেমনই তোমাকে দেখি
সত্যিকার একটা জীবন্ত জিনিশের মতো তোমার উপস্থিতি
লোকে তোমার সম্পর্কে যা বলে
    তাতে আমার হাসি পায়
    দুষ্টু হাসি বটে
    দুটি কারণ :
মিথুনের আর মৃত্যুর জন্য
তুমি থাক আত্মগোপন করে
আর তোমার লেজের কেশগুচ্ছ নাকি
মানুষের প্রেমে সুবাতাস বয়ে আনে

হাতি
তুমি মেঘের চেয়েও সুন্দর
মেঘ ঝরে বৃষ্টি হয়ে
কিন্তু তুমি তো ধার ধারে না ছাতাব্যবসায়ীদের
যখন তুমি তোমার নিসর্গে
পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরে বেড়াও
তুমি মেঘের চেয়েও সুন্দর
এক সত্যিকার জীবন্ত জিনিশ
তুমি ডাকটিকেট জমাও না
মানুষের মতো তুমি চশমা পরো না
এবং বন্দী হয়ে তুমি চলো শহরের ভেতর দিয়ে
জটিল জিনিশপত্রের প্রতি তুমি অনাসক্ত
জোরে চলার জন্য একটি লোক তোমাকে
কেবলই গুঁতোয়
মশার সাথে বিবাদ এড়ানোর জন্য তুমি
দৌড়াতে থাক আরো জোরে
দেরিতে এলে তোমাকে সার্কাসের গেট থেকে বের করে দেয়
তাতে তোমার কিছু যায় আসে না—তুমি দৌড়াও
তোমার দৌড়টাও আবার ভারি মজার
তোমার স্মরণ-ক্ষমতা খুব অদ্ভুত
তুমি এক সত্যিকার জীবন্ত জিনিশ
তোমাকে আমি ভুলি না
প্রায় তোমাকে স্মরি
তোমার শুঁড়েই তাই করমর্দন করি।

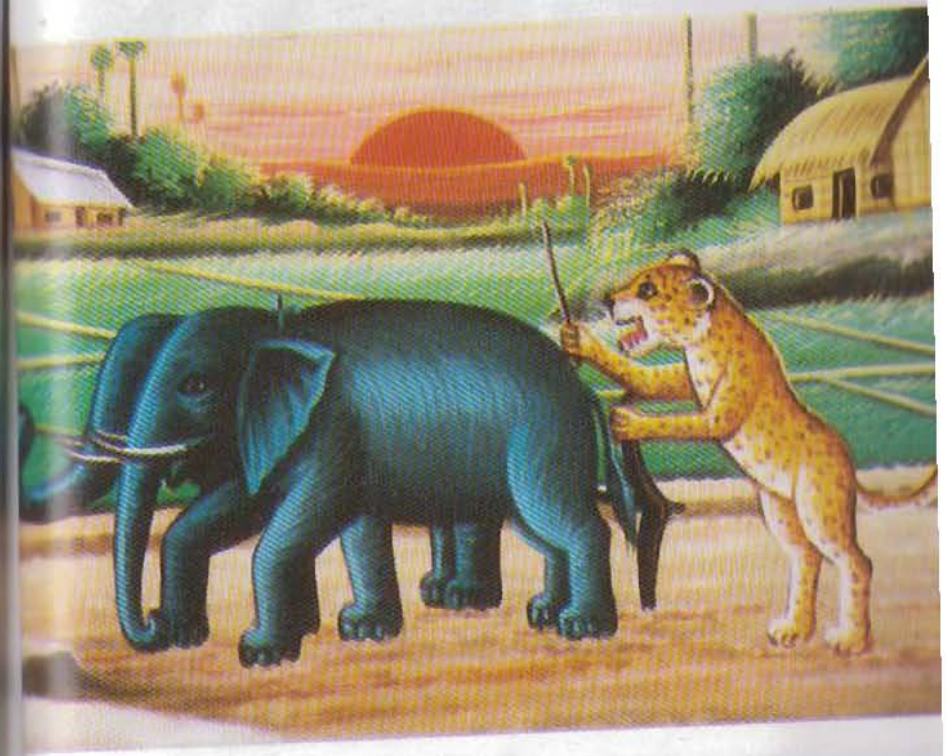

পাখির প্রতিকৃতি আঁকতে হলে

প্রথমত প্রয়োজন খোলা দরোজাসমেত একটি খাঁচা আঁকা
তারপর সুন্দর কিছু
সহজ কিছু
সুষম কিছু
পাখির পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু আঁকা
এরপর উদ্যান, অরণ্য অথবা বুনো এলাকায়
কোনো বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিতে হবে সেই ক্যানভাস
তারপর বৃক্ষের পেছনে লুকিয়ে থাকা
নীরবে নড়াচড়া না-করে
কখনো পাখি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে
কখনো লেগে যায় বছরের পর বছর, মনস্থির করতে
এতে হতাশ হতে নেই, অপেক্ষা করা
অপেক্ষা করা, প্রয়োজন হলে বছরের পর বছর
পাখির আগমন-দ্রুতি কিংবা শ্লথগতি আবির্ভাবের সঙ্গে
প্রতিকৃতির সাফল্যের কোনো সম্পর্ক না থাকায়
পাখি যখন আসে
তখন প্রয়োজন খুব গভীর নীরবতা পালন
আর অপেক্ষা করা ততক্ষণ
যতক্ষণ না পাখি খাঁচায় ঢোকে
আর যেই না পাখি খাঁচায় ঢুকলো
চুপটি করে তার দরোজাটি আটকিয়ে দেওয়া
তারপর খুব সাবধানে খাঁচার প্রতিটি কাঠি আলগা করে দেওয়া
যেন পাখির পালকে ছোঁয়াটি না-লাগে
তারপর বৃক্ষটির একটি প্রতিকৃতি আঁকা
পাখির জন্য তার সেরা ডালটি বেছে নিয়ে
তার এবং সবুজ পত্রপুষ্পের, বাতাসের
পরিশুদ্ধতার, রৌদ্রের, ধূলিকণার এবং
গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘাসের ওপর বিচরণরত প্রাণীকুলের
কোলাহলের ছবি আঁকা
তারপর পাখি যতক্ষণ না গান গেয়ে ওঠে
ততক্ষণ প্রতীক্ষা করা
পাখি যদি গান না-গায় তাহলে তা হবে অশুভ লক্ষণ
প্রতিকৃতি যে খারাপ হলো তারই প্রমাণ
আর যদি গান গেয়ে ওঠে তাহলে তা সুলক্ষণ।
অতঃপর আপনি যে স্বাক্ষর দিতে পারবেন তারই উপযুক্ত ইশারা
এবার আস্তে আস্তে পাখির এক-একটি পালক উপড়ান
আর ছবির এক কোণে
আপনার নামটি বসান।

সব বুঝে-শুজে

জর্জ মাল্‌কিন-কে

স্বাধীনতার ইমারতে সবই কাটলো ভালোভাবে
ভবিষ্যৎ এলো
সহসা, একজন সাক্ষীর মুখ থেকে বেরুলো
চারটি সত্য : ভবিষ্যতের একটি অতীত আছে
বাগদত্তার বাড়িতে তখনও ছিলো গতকাল
এবং ইতোমধ্যে আগামীকাল, কিন্তু ভবিষ্যৎ দূরবর্তী।
ফুলের সাজি শূন্য, দরোজা বন্ধ
টেনে দেয়া আছে পর্দা।
বর্তমান নেই, সময় দেয় না উপহার।

অসমাপ্ত রচনা

সত্তার অনিয়ম বস্তুর নিয়মের অন্তর্গত

* * *

কিছুই ছিলো না কোথাও কখনোই না
কিন্তু বহুবার সবজায়গায় সেই একই জিনিশ
আর সে জিনিশ কখনোই একরকম নয়।

* * *

মৃত্যুর মরণশীল শত্রু
প্রায় আমরা স্বপ্ন দেখি
তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের
এক শাশ্বত শান্তি।

* * *

প্রতি সন্ধ্যায়
মৃত্যু আমাকে দেয় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ
আর জীবন করে পানীয় পরিবেশন
মৃত্যু তখন মজা দেখে।

* * *

আমি শেষ।
আমি আর পড়তে পারি না, পারি না লিখতে !
আমি অন্য কেউ
অন্য একজন দেখছে আগের জনকে
তাও যেন অনাগ্রহে।

মার্চের একরাত ১৯৭৭

সূচিপত্র/ TABLE DES MATIERES

ভূমিকা : প্রাথমিক বিবেচনা/ INTRODUCTION : ETUDE PRELIMINAIRE

শৈশব/ L'ENFANCE

প্যারিস, ভোজিরার সড়ক ১৯০৭	PARIS, 1907 (RUE DE VAUGIRARD)
প্যারিসে	A PARIS
বিড়াল ও পাখি	LE CHAT ET L'OISEAU
উৎসবের দিন	JOUR DE FETE
বৃক্ষ	L'ARBRE
বুদ্ধু	LE CANCRE
ফরাশি রচনাশিক্ষা	COMPOSITION FRANCAISE
যত্তোসব চমৎকার পরিবার	LES BELLES FAMILLES

পরিবেশ ও পরিস্থিতি/ ENVIRONNEMENTS & SITUATIONS

সকালের নাশতা	DEJEUNER DU MATIN
পরিবার পরিচিতি	FAMILIALE
নতুন ঋতু	LA NOUVELLE SAISON
শ্রমিকের স্বপ্ন	CHANSON DE L'EAU
গাইডকে অনুসরণ করুন ...	SUIVEZ LE GUIDE
এবং অন্যেরা যায় অন্য রাস্তায় ...	ET D'AUTRES DANS D'AUTRES RUES S'EN VONT
অনুচিত	IL NE FAUT PAS
পাখি	AU HASARD DES OISEAUX
হতাশা বসে আছে বেঞ্চির ওপর	LE DESESPOIR EST ASSIS SUR UN BANC
বুলভার স্যাঁ মিশেল	BOULEVARD SAINT-MICHEL

প্রেম/ L'AMOUR

তোমার জন্য প্রিয়তমা মোর	POUR TOI MON AMOUR
কে যেন কড়া নাড়ে	ON FRAPPE
বাগান	LE JARDIN
আলিকান্তে	ALICANTE
হাইড পার্ক	HYDE PARK
প্যারিস এ্যাট নাইট	PARIS AT NIGHT
প্রেমের পেলব এবং ভয়ানক চেহারা	LE TENDRE ET DANGEREUX VISAGE DE L'AMOUR
ছায়া	LES OMBRES
মে মাসের গান	CHANSON DU MOIS DE MAI
সুপ্রভাতের মতো সহজ	SIMPLE COMME BONJOUR
গান	CHANSON, *PAROLES*

যুদ্ধ/ LA GUERRE

গুলিবিদ্ধ	LE FUSILLE
বার্বারা	BARBARA
যুদ্ধক্ষেত্রে	SUR LF CHAMP
নামকরণ	LE BAPTEME DE L`AIR
শান্তির সপক্ষে	LE DISCOURS SUR LA PAIX
বাস কন্ডাক্টার	LE CONTROLEUR
উদ্‌যাপনযোগ্য উৎসবসমূহ—ইতিহাস	FETES A SOUHAITER ... SI
যদি তার ধারা অনুসরণ করে	L'HISTOIRE SUIT SON COURS
বিশ্বরেকর্ড	RECORDS DU MONDE
নগরীর চাবি	LES CLEFS DE LA VILLE

শিল্প ও ভাষা/ L'ART ET LE LANGAGE

চারুকলা বিদ্যালয়	L'ECOLE DES BEAUX—ARTS
পিকাসোর প্রমনাদ	PROMENADE DE PICASSO
মিরোর মরূদ্যান	OASIS MIRO
মিরো মিরর	MIROIR MIRO
কালদারের উৎসব	FETES DE CALDER
ভাষার প্রতিবাদ	LE LANGAGE DEMENT

কথা ও কাহিনী/ PAROLES ET HISTOIRES

উৎসব	LES FETES
সকাল	LE MATIN
সবচে' সংক্ষিপ্ত সংগীত	LES PETITES CHANSONS
চাঁদে ভ্রমণ	VOYAGE DANS LA LUNE
চাঁদ ও রাত	LA LUNE ET LA NUIT
স্রোতস্বিনী	LE RUISSEAU
হাতি	ELEPHANT, JE PENSE SOUVENT A TOI
পাখির প্রতিকৃতি আঁকতে হলে	POUR PEINDRE LE PORTRAIT DE L'OISEAU
সব বুঝে শুঝে	AU DEMEURANT ...
অসমাপ্ত রচনা	TRAVAUX EN COURS

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী-র জন্ম ১৯৩৬ সালে, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায়। পাহাড় নদী হ্রদ আর গাঢ় সবুজ গাছপালায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই তাঁর প্রথম জীবনের স্বপ্ন ও আনন্দময় দিনগুলো কেটেছে। কলেজের লেখাপড়া চট্টগ্রামে। অতঃপর ছাত্র হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বাংলায় সম্মান ও এম. এ. ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এবং তার পর পরেই পাড়ি জমিয়েছেন প্যারিসে, ফরাশি সরকারের বৃত্তি নিয়ে। ১৯৬৫ সালে সর্বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে পেয়েছেন ডক্টরেট ডিগ্রি। ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৭১ সালে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭৬ সালে কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে। ১৯৯৮ সালে ফিরে এসেছেন ঢাকায়। যোগ দিয়েছেন সাভারস্থ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলো কাটছে সেখানেই। প্যারিসের দিনগুলোতে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। জাক প্রেভের-এর কবিতার সঙ্গে পরিচয় সেই সূত্রেই। আজো প্রেভের তাঁকে গ্রথম পাঠের উন্মাদনার মতোই আলোড়িত ও উদ্দীপিত করে।

কবিতার প্রতি আসক্তি এবং কবিতা অনুবাদের এষণা মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে বারবার কবিতার কাছে টেনে নিয়ে এলেও মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনাতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশি। ইউনেস্কো তাঁর বাউল গানের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *Etude sur L'evoulution intellectuelle chez les Musulmans du Bengale 1857–1947*: ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *'Culture and Development*, *'দার্শনিক দিদ্‌রো ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি'*, *'মাহবুব-উল আলম'*, *'ঐন্দ্রে মালরো শতাব্দীর কিংবদন্তী'*।

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ১৯৮৯ সালে তিনি পেয়েছেন 'একুশে পদক'। আর ফরাশি সরকার তাঁকে ভূষিত করেছেন তিনটি পদক ও উপাধিতে। এগুলো হলো যথাক্রমে 'CHEVALIER DANS L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES', 'OFFICIER DANS L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES' এবং 'L' ORDRE DES ARTS ET DE LETTRES, AU GRADE D'OFFICIER'.

একদিকে অনুবাদ আরেকদিকে মৌলিক রচনা, একদিকে কবিতার পেলব পৃথিবী আরেকদিকে প্রবন্ধের নিরেট নিরাবরণ প্রান্তর—কোনটির আকর্ষণই মাহমুদ শাহ্ কোরেশীর কাছে কম নয়। এবং সবকিছু দুহাতে ছুঁয়ে ছুঁয়েই তিনি এগিয়ে চলেছেন সম্মুখে—জীবনের পথে।